এসো তাওবার পথে

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

হাসান মাসরুর
অনূদিত

প্রকাশকের কথা

একের পর এক গুনাহ করতে করতে একসময় মানুষ নিজের ওপরই আস্থা হারিয়ে ফেলে। সে ভাবে, আর বুঝি ভালো পথে ফিরে আসার সুযোগ নেই। আমার মতো এত পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ডাকে কি আল্লাহ সাড়া দেবেন! তিনি কি আমাকে ক্ষমা করে তাঁর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন! আসলে এমন ভাবনা দয়াময় রবের ব্যাপারে বান্দার অজ্ঞতার পরিচয়। সে জানে না, তার মহান প্রতিপালক তাঁর পথে ফিরে আসা বান্দাদের কতটা ভালোবাসেন। তাকে কতটা আপন করে নেন। বস্তুত, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ) 'নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।... [সুরা আল-বাকারা : ২২২]

প্রিয় পাঠক, আমরা যেন পাপাচারে বিভোর না থাকি, দয়াময়ের রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে পড়ি—ফিরে আসি আল্লাহর আনুগত্যের পথে, এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রুহামা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের (الفجر الصادق) গ্রন্থের সরল অনুবাদ 'এসো তাওবার পথে'। ইনশাআল্লাহ, গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

এসো তাওবার পথে

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৭

কুরআন-হাদিসের আলোকে তাওবা ০৯

ফিরে আসো তাওবার পথে ১১

গুনাহ পরিত্যাগ করার উপকারিতা ১৫

সালাফের আল্লাহভীতি ১৭

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আলামত ২৯

গুনাহের কুফল ৪৬

গুনাহগারের প্রতি উপদেশ ৫১

জীবনের যত্ন কীভাবে নেব? ৫৪

মানুষ কখন সৃষ্টির সেরা জীব? ৬১

তাওবার স্বরূপ ৬৩

বিশুদ্ধ তাওবার আলামত ৮৫

পরিশিষ্ট ৮৭

গ্রন্থপঞ্জি ৮৯

ভূমিকা

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি একদিকে গুনাহ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী; অপরদিকে কঠিন আজাব প্রদানকারী। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহামানবের প্রতি, যাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে।

এবার আমরা পাঠকসমীপে أين نحن من هؤلاء (সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!) সিরিজের অষ্টম বই উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। (আরবিতে) এটির নামকরণ করা হয়েছে الفجر الصادق। এটি (উষার) সেই আলো, যা মুসলমানদের জীবনের মধ্যগগনে সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে উদিত হয়েছে; সেই আলো, যা গুনাহের অন্ধকার দূরীভূত করতে এবং মানবহৃদয়ে পুণ্যের আলো জ্বালাতে উদিত হয়েছে।

গোটা মানবসমাজ আজ পাপে নিমজ্জিত। দিকভ্রান্তের মতো গন্তব্যহীন পথে ছুটছে সবাই। তাদের মুক্তির পথ একটাই—তাওবার পথ। এ উষার আলো মানবসমাজকে সেই পথের দিশা দেবে। তাদের শুনিয়ে দেবে মহান আল্লাহর সেই ঘোষণা, যা তিনি সর্বময় প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন :

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।'[১]

---

১. সুরা আল-হিজর : ৪৯

এ উষার আলো প্রতিটি কানে পৌঁছে দেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী—যা তিনি উম্মাহকে পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উচ্চারণ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

'মহান আল্লাহ রাতে নিজ হাত প্রসারিত করে দেন, যেন দিনে পাপকারী বান্দা (রাতে) তাওবা করে এবং দিনে নিজ হাত প্রসারিত করে দেন, যেন রাতে পাপকারী বান্দা (দিনে) তাওবা করে—যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয় (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তাওবা করার সুযোগ রয়েছে)।'[২]

পরিশেষে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে গুনাহ ও পদস্খলনের পর সাথে সাথে তাওবা-ইসতিগফারের তাওফিক দান করেন এবং আমাদের কথা ও কাজে ইখলাস দান করেন, আমিন।

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

২. সহিহ মুসলিম : ২৭৫৯

কুরআন-হাদিসের আলোকে তাওবা

আল্লাহ তাআলার দাসত্ব ও ইবাদত করাই মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। মানুষ মাত্রই ভুল করে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনেও তার ভুল হয়। পদস্খলন ঘটে। আল্লাহ তাআলা তা জানেন। তাই তিনি মানবজাতির ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলনের ক্ষতিপূরণ করার পথ উন্মুক্ত করে রেখেছেন। আর তা হচ্ছে তাওবার পথ।

মানুষ কখনোই অপরাধ ও ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ নয়। সময়ে অসময়ে, যেকোনো মুহূর্তে মানুষ গুনাহ করে বসে। জড়িয়ে পড়ে পাপকর্মে। এ জন্য তাওবা করা মানুষের জন্য সব সময় আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাওবাকারীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।'[৩]

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'আর তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো হে মুমিনগণ, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৪]

হিদায়াত ও রহমতের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরিফে ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

'হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো। নিশ্চয় আমি প্রতিদিন একশ বার তাঁর নিকট তাওবা করি।'[৫]

---

৩. সুরা আল-বাকারা : ২২২
৪. সুরা আন-নুর : ৩১
৫. সহিহ মুসলিম : ২৭০২

আরেক হাদিসে ইরশাদ করেন :

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

'প্রত্যেক আদম-সন্তানই ভুল-ত্রুটিকারী। আর ভুল-ত্রুটিকারীদের মধ্যে উত্তম হলো, যারা (ভুল বা গুনাহের পরে) তাওবা করে।'[৬]

তাওবার মাধ্যমে যারা গুনাহের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে ফিরে আসে, তাদের ফজিলত ঈর্ষণীয়। এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে যে তাওবা করে, সে (তাওবার পরে) এমন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যার কোনো গুনাহ নেই।'[৭]

আসমানের দরজা তাওবাকারীদের জন্য উন্মুক্ত। প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য খোলা। পাপ-পঙ্কিলতার পথ ত্যাগ করে এ দরজা দিয়ে শান্তি ও স্বপ্নের জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

'অস্বীকারকারীরা ব্যতীত আমার উম্মতের সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, অস্বীকারকারী কে?" তিনি উত্তর দিলেন, "যে আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, সে-ই হলো অস্বীকারকারী।"'[৮]

৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৫১
৭. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৫০
৮. সহিহুল বুখারি : ৭২৮০

এই হাদিসটি সকল মুসলমানকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনায়। তবে একশ্রেণির লোক, যারা অজ্ঞতা বা অলসতার কারণে ওই রাস্তার ওপর চলে না, যে রাস্তা চিরশান্তি ও স্বপ্নের জান্নাতে পৌঁছে দেয় এবং যারা জান্নাতের অবিনশ্বর নিয়ামতের ওপর নশ্বর ইহজীবনের ভোগ্যবস্তুসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়—এই হাদিসে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ নেই।[৯]

ফিরে আসো তাওবার পথে

তুমি একনাগাড়ে গুনাহ করে যাচ্ছ; তাওবা করে গুনাহ থেকে ফিরে আসার ভাবনা নেই তোমার মাঝে। কোন সে মিথ্যে স্বপ্ন, যার মাঝে তুমি বিভোর হয়ে আছ? অথচ তোমার আমলনামায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে যাচ্ছে পাপের বয়ানে। আফসোস! তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেল? তোমাকে এত করে বলছি, পুণ্যের পথে ফিরে আসো। কিন্তু কী আশ্চর্য! ফিরে আসার নামগন্ধও নেই তোমার মুখে। হে ভাই, কখন ভাঙবে তোমার এ নিদ্রা? কখন তুমি দুনিয়ার অলসতা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে আখিরাতের আমল নিয়ে ব্যস্ত হবে? ব্যস্তময় পৃথিবীর ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে নিয়ে একটু ভাবো। দেখো, কী করুণ অবস্থা হয়েছে তোমার? তোমার অন্তর কি পাষাণ হয়ে যায়নি? তুমি কি আলস্য-নিদ্রায় বিভোর নও? মিথ্যে আশা কি তোমায় প্রতারিত করে রাখেনি? হে ভাই, এ সবই শয়তানি ওয়াসওয়াসা। সময় থাকতেই এসব পরিত্যাগ করো।

হাসান বসরি রহ. বলেন, 'হে আদম-সন্তান, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া তাওবা করার চেয়ে অনেক সহজ।'[১০]

কবি বলেন :

إني بليت بأربع يرمينني *** بالنبل قد نصبوا علي شراكا

إبليس والدنيا ونفسي والهوى *** من أين أرجو بينهن فكاكا

يا رب ساعدني بعفو إنني *** أصبحت لا أرجو لهن سواكا

---

৯. ওয়াহাতুল ইমান : ১/১২৫

১০. আজ-জুহদ, ইমাম আহমাদ : ২৪২

'চারটি ধারালো তির চার দিক থেকে আমার দিকে ধেয়ে আসছে। ইবলিস, দুনিয়া, নফস ও আসক্তি। কোনদিকে গেলে আমি তিরসমূহের লক্ষ্যস্থলের বাইরে যেতে পারব? হে প্রভু, আমাকে আবদ্ধ করে নাও তোমার ক্ষমার আবরণে। অন্যথায় ধেয়ে আসা তিরসমূহ থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই আমার।'[১১]

হুমাইদ রহ. তার কোনো এক ভাইকে বললেন, 'আমাকে নসিহত করুন।' তিনি বললেন, 'ভাই, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন—এ বোধ থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি গুনাহ করো, তখন তা হবে চরম ধৃষ্টতা। আর যদি মনে করো, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন না, তখন ধরে নাও, তোমার চেয়ে মূর্খ আর কেউ নেই।'

ওয়াহাইব বিন ওয়ারদ রহ.-কে জনৈক ব্যক্তি বললেন, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'তোমাকে যারা দেখতে পায়, তাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিকে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করা থেকে বেঁচে থাকো।'[১২]

প্রিয় মুসলিম ভাই, মনে করো তুমি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিবিড় তত্ত্বাবধানে আছ, কিংবা তোমার ওপর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কোনো সিসি ক্যামেরা—তখন তোমার অবস্থা কেমন হয়? অবৈধ বা অপরাধমূলক কাজ করার সাহস কি তখন তোমার হয়? মহান আল্লাহ এর চেয়ে তীক্ষ্ণভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তোমার ছোট-বড় সব বিষয়ে তিনি পূর্ণ অবগত। তিনি তো চোখের গোপন চাহনি ও অন্তরের অপ্রকাশিত কল্পনা সম্পর্কেও জানেন! তবুও কী করে লাগাতার পাপকর্ম করে যাও তুমি? হ্যাঁ, এর কারণ একটাই। তোমার হৃদয় পাষাণ হয়ে গিয়েছে এবং অন্তর ভালো কর্মের উৎসাহ হারিয়ে বসেছে। তাই তোমাকে প্রথমে পাষাণ হৃদয় বিগলিত করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ থেকে তোমার দূরত্ব আরও বেড়ে যাবে। কারণ, পাষাণ হৃদয়ই হলো আল্লাহ থেকে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থানকারী হৃদয়। এ পাষাণ হৃদয় গলানোর জন্যই জাহান্নামের সৃষ্টি। হৃদয় পাষাণ হওয়ার বাহ্যিক একটা আলামত আছে। তা হলো, চোখ অশ্রুশূন্য হয়ে পড়া।

---

১১. আত-তাজকিরাহ : ৪৭৫

১২. জামিউল উলূম : ১৯৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১৪২

প্রিয় ভাই, চারটি বিষয়ে সীমালঙ্ঘনের ফলে অন্তর কঠোর হয় : খানা, ঘুমানো, কথা বলা ও মানুষের সাথে মেলামেশা করা। এ চারটি বিষয়ে কেউ যদি অতিরঞ্জন ও সীমালঙ্ঘন করে, তখন তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। শরীর যখন অসুস্থ হয়, তখন খাদ্য ও পানীয় শরীরের উপকার সাধনে ব্যর্থ হয়। তেমনিভাবে অন্তর যখন প্রবৃত্তি-জ্বরে আক্রান্ত হয়, তখন ওয়াজ-নসিহত সে অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

যে ব্যক্তি অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখতে চায়, তার উচিত আল্লাহর বিধিনিষেধকে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। কারণ, যেসব অন্তর প্রবৃত্তির চাহিদার অনুগামী, সেগুলো আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। এ ছাড়াও পৃথিবীর বুকে অন্তর হলো আল্লাহকে ধারণ করার পাত্র। এ জন্য অন্তরকে সব সময় নম্র, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এমন অন্তরই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে অন্তরসমূহ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত। আল্লাহ ও আখিরাত নিয়ে ভাবার ফুরসত তাদের নেই। যদি থাকত, তাহলে তারা পবিত্র কুরআনের মর্ম ও প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহ নিয়ে অবশ্যই ফিকির করত।[১৩]

কবি বলেন :

يا من تمتع بالدنيا وزينتها *** ولا تنام عن اللذات عيناه

أفنيت عمرك فيما لست تدركه *** تقول لله ماذا حين تلقاه؟

'দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত হে মানব, সুখ ও সমৃদ্ধির উদগ্র বাসনা কেড়ে নিয়েছে তোমার ঘুম। জীবন তো বরবাদ করে দিলে, ধূসর মরীচিকার পেছনে ছুটে। কাল যখন প্রভুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, কী জবাব দেবে তাঁকে?'[১৪]

হাসান রহ. প্রায় সময় বলতেন :

'হে যুবক সম্প্রদায়, আখিরাতকে অন্বেষণ করো। কারণ, আমি এমন লোকদের দেখেছি, যারা আখিরাত অন্বেষণ করতে গিয়ে তার সাথে

১৩. আল-ফাওয়ায়িদ : ১২৮
১৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৫১২

দুনিয়াকেও পেয়েছেন। তবে এমন কাউকে আমি দেখিনি, যে দুনিয়া অন্বেষণ করতে গিয়ে আখিরাতকেও পেয়ে গেছে।'[১৫]

হে ভাই, বান্দা চূড়ান্তভাবে আরামবোধ করবে কেবল 'তুবা' গাছের ছায়ায়। প্রেমিকের স্থিরতা আসবে কেবল কিয়ামতের দিন। তাই পার্থিব জীবনে এমন কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকো, যা আখিরাতের জীবনে তোমার কাজে আসবে।[১৬]

কবি বলেন :

تعصي الإله وأنت تظهر حبه *** هذا لعمري في القياس بديع

لو كان حبك صادقًا لأطعته *** إن المحب لمن يحب مطيع

'তুমি প্রভুর নাফরমানিতে নিমজ্জিত, অথচ দাবি করো তাঁকে ভালোবাসো। চরম মিথ্যা তোমার এই দাবি। তোমার ভালোবাসা যদি সত্য হতো, তুমি অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতে। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদেরই আনুগত্য করে।'[১৭]

প্রিয় মুসলিম ভাই, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে আমাদের শরীর অসুস্থ হয়। তখন আরোগ্যলাভের জন্য আমরা ওষুধ সেবন করি। এভাবে আমাদের কলবেরও অসুখ হয়। অসুস্থ মনের প্রতিষেধক হলো তাওবা করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আয়না অনেক সময় ঝাপসা হয়ে যায়। তখন ধুয়ে বা মুছে তার স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা হয়। একইভাবে আমাদের অন্তঃকরণও ঝাপসা হয়ে যায়। আল্লাহর জিকির সেই ঝাপসা আবরণ দূর করে। অনুরূপভাবে মানুষের শরীর যেভাবে বিবস্ত্র হয়, একইভাবে অন্তরও বিবস্ত্র হয়। অন্তরের বস্ত্র হলো তাকওয়া।[১৮]

সুতরাং সেই সত্তার ব্যাপারে গাফিলতি কোরো না, যিনি তোমার জীবনের নির্দিষ্ট সীমারেখা অঙ্কন করে রেখেছেন। তোমার সময় ও নিশ্বাসের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যিনি এমন এক সত্তা, যাঁকে ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই।[১৯]

---

১৫. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ৯
১৬. আল-ফাওয়ায়িদ : ১২৯
১৭. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ৩২৯
১৮. আল-ফাওয়ায়িদ : ১২৯
১৯. আল-ফাওয়ায়িদ : ১২৯

গুনাহ পরিত্যাগ করার উপকারিতা

গুনাহ পরিত্যাগ করার মাঝে অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। এখানে তার বেশ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

গুনাহ ও পাপকর্ম পরিত্যাগ করার ফলে সমাজে মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সুরক্ষিত থাকে। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতা অটুট থাকে। জীবনোপকরণ উত্তম ও পবিত্র হয়। শরীর ও মনের প্রশান্তি অর্জিত হয়। অন্তরে সাহসিকতা ও সদিচ্ছার সঞ্চার হয়। হৃদয় প্রশস্ত হয়। অসাধু ও পাপিষ্ঠ লোকদের দৌরাত্ম্য থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা কমে যায়। নাফরমানির অন্ধকার কলবের নুর ছাপিয়ে যাওয়াকে প্রতিহত করে। রিজিকে প্রশস্ততা আসে। অভাবনীয়ভাবে রিজিকের সুব্যবস্থা হয়। ফাসিক ও নাফরমান ব্যক্তিরা যে মনঃকষ্টে ভোগে, গুনাহ ও নাফরমানি ছেড়ে দিলে সে কষ্ট দূর হয়ে যায়। ইবাদত-বন্দেগি সহজ হয়ে যায়। জ্ঞান-বুদ্ধি প্রখর হয়। মানুষের প্রশংসা ও দুআ অর্জিত হয়।

যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিরত থাকে, লোকজন তাকে সমীহ করে। তাদের অন্তরে তার প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়। সে কষ্টাক্রান্ত হলে কিংবা তার প্রতি জুলুম করা হলে লোকজন তার পাশে দাঁড়ায়। গিবতকারীর গিবত থেকে তাকে রক্ষা করে। আল্লাহর দরবারে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তার দুআ দ্রুত কবুল করা হয়। আল্লাহ ও তার মাঝে অপরিচিতি ভাব দূর হয়ে ঘনিষ্ঠ এক সম্পর্ক কায়িম হয়। ফেরেশতাগণ তার কাছাকাছি থাকেন। মনুষ্য ও জিন শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়। মানুষজন তার সেবা ও প্রয়োজন পূরণে স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসে। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে তার উপদেশ শোনে।

যে ব্যক্তি গুনাহ ছেড়ে দেয়, তার মৃত্যুভয় থাকে না; বরং মৃত্যুতে সে আনন্দিত হয়। কারণ, মৃত্যুই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের একমাত্র মাধ্যম। দুনিয়া তার চোখে খুব তুচ্ছ ও নগণ্য এবং আখিরাত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দেখায়। সে মনঃপ্রাণে একটা বিষয়ই কামনা করে—আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতা।

যে ব্যক্তি গুনাহ ছেড়ে দেয়, সে ইবাদত ও ইমানের সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করে। আরশ বহনকারী ও প্রদক্ষিণকারী ফেরেশতাগণ তার জন্য দুআ করেন। লেখক ফেরেশতাগণও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং দুআ করেন। তার জ্ঞান, বুদ্ধি, ইমান ও মারিফাতে (আল্লাহর পরিচয়) উন্নতি সাধন হয়। সর্বোপরি আল্লাহর ভালোবাসা, বিশেষ মনোযোগ ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এ সবই গুনাহ ও নাফরমানি ত্যাগ করার কল্যাণে দুনিয়াতে অর্জিত হয়।

আখিরাতেও রয়েছে গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার বিশেষ পুরস্কার। সুতরাং গুনাহ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন রহমতের ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের শুভ সংবাদ নিয়ে তার কাছে আগমন করবেন। তারা তাকে অভয়বাণী শোনাবেন, 'আজ তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো পেরেশানি নেই।' অতঃপর তাকে পৃথিবী নামক সংকীর্ণ কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে ফুলে ফলে সুশোভিত জান্নাতের এক বিশাল কাননে নিয়ে যাবেন। কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে প্রভুর নিয়ামতরাজির মাঝে অবগাহন করতে থাকবে সে।

অতঃপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন প্রচণ্ড গরমে মানুষের শরীর থেকে ঘামের ফোয়ারা ছুটবে। বিন্দু বিন্দু ঘাম পরিণত হবে বিশাল সাগরে। সেই সাগরে তারা অসহায়ের মতো হাবুডুবু খাবে। গুনাহ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি তখন আরশের ছায়াতলে ভিআইপি লাউঞ্জে অবস্থান করবে। চারপাশে মৌ মৌ করবে জান্নাতি খুশবো। বেহেশতি শীতল সমীরণ শরীর-মনে সুখের পরশ বুলিয়ে প্রবাহিত হবে একটু পরপর। অতঃপর যখন সকল মানুষকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন তার ডানহাতে আমলনামা দেওয়া হবে। মুত্তাকি ও সফলকাম দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেও চলে যাবে শান্তি ও স্বপ্নের সবুজ জান্নাতে।[২০]

কবি বলেন :

يا أيها الغافل جد في الرحيل *** وأنت في لهو وزاد قليل

لو كنت تدري ما تلاقي غدًا *** لذبت من فيض البكاء والعويل

২০. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৯৮ (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

فأخلص التوبة تحظى بها *** فما بقي في العمر إلا القليل

ولا تنم إن كنت ذا غبطة *** فإن قدامك نوم طويل

'ওহে গাফিল, অন্তিম যাত্রার টিকিট কাটা হয়ে গেছে, অথচ তুমি খেল-তামাশার মাঝে বিভোর এবং (তোমার) পাথেয় অপ্রতুল! যদি তুমি অবগত থাকতে আগামীকাল কী বিপদের সম্মুখীন হবে, তবে তুমি কান্না আর আর্তনাদের বানে তা ভাসিয়ে দিতে। তুমি খাঁটি মনে তাওবা করে সফলতার পথ বেছে নাও। কারণ, জীবনকাল তো অল্পই বাকি আছে। নিদ্রা পরিহার করে ঈর্ষণীয় জীবন ধারণ করো। যেহেতু তোমার সামনে রয়েছে (বিশ্রামের জন্য) এক বিশাল জীবন।'[২১]

আয়িশা রা. বলেন, 'গুনাহ কমিয়ে দাও। কারণ, কম গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে সুখকর আর কিছু নেই।'

মাওরিক আল-আজলি রহ. বলেন, 'মুমিনের উদাহরণ সেই ব্যক্তি, যে অথই সাগরের বুকে শুকনো কাঠের ওপর বসে "ইয়া রব, ইয়া রব" বলে আল্লাহকে ডাকে, যেন তিনি তাকে সেখান থেকে বাঁচিয়ে আনেন।'[২২]

আল্লাহর আজাবের ভয় ও তাঁর নিয়ামতের আশায় প্রত্যেক মুমিনকে ওই ব্যক্তির মতোই হতে হবে।

সালাফের আল্লাহভীতি

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানবকুলের সর্দার। তবুও তিনি রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহর ইবাদত করতেন। এতে অনেক সময় তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত।

আবু বকর রা. এত বেশি কাঁদতেন যে, এর ফলে বুকের ভেতর ব্যথা অনুভব করতেন।

---

২১. আজ-জাহরুল ফায়িহ : ১৯

২২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৩৫, সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৫০

উমর রা.-এর দুই কপোলে অশ্রুধারার দাগ বসে গিয়েছিল।

উসমান রা. এক রাকআতেই পুরো কুরআন শেষ করতেন।

আলি রা. রাতে মিহরাবে বসে এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর দাড়ি বেয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরত। এবং বলতেন, 'হে পৃথিবী, আমার বিকল্প খুঁজো, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।'

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. মসজিদে খিদমত করতেন। এ সুবাদে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত কোনো নামাজের জামাআত তাঁর ছোটেনি।[২৩]

প্রিয় ভাই, তিনটি জায়গায় তোমার অন্তরকে তালাশ করো : কুরআন শ্রবণ করার সময়, জিকিরের মজলিসে ও একাকিত্বের সময়। এ তিন জায়গায় যদি তোমার অন্তরকে পাওয়া না যায়, তাহলে আল্লাহর কাছে অন্তর ভিক্ষা চাও। কারণ, তোমার মাঝে অন্তর নেই।[২৪]

আল্লাহ ও আখিরাতের পথে তোমার সফর সুনিশ্চিত। যাত্রাপথ থেকে ফলক উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন তুমি চলমান কাফেলার সদস্য। তাই পূর্ণ মনোযোগ সফরের ওপরেই নিবদ্ধ রাখো। গন্তব্যে পৌছার পূর্বেই নিজের ও আমলের ভুলত্রুটি ও ভ্রষ্টতা শুধরে নাও।[২৫]

কবি বলেন :

اتخذ طاعة الإله سبيلا *** تجد الفوز بالجنان وتنجو

واترك الإثم والفواحش طرًا *** يؤتك الله ما تروم وترجو

'প্রভুর আনুগত্যকে জীবনপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করো। তবেই তুমি নাজাত পেয়ে জান্নাতলাভে ধন্য হবে। পাপাচার ও অশ্লীলতা ত্যাগ করো। আল্লাহ তাআলা তোমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন।'[২৬]

---

২৩. সাইদুল খাতির : ১০৬
২৪. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৯৫
২৫. উদ্দাতুস সাবিরিন : ৩৩৮
২৬. তাবাকাতুল হানাবিলা : ৪/১৭৭

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় আত্মপ্রবঞ্চনা হলো : ১. আল্লাহর ক্ষমার আশা নিয়ে নির্লজ্জের মতো পাপাচারে ডুবে থাকা; ২. ইবাদত ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করা; ৩. জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ফল লাভের স্বপ্ন দেখা; ৪ নাফরমানি করে অনুগতদের আবাস কামনা করা; আমল না করে প্রতিদানের আশা রাখা এবং ৫. আল্লাহর প্রতি ভরসা করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা।'

কবি বলেন :

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبس

'তুমি মুক্তির আশা করো, অথচ সে পথে চলো না! জেনে রেখো, নৌকা কখনো স্থলপথে চলে না।'[২৭]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতের স্বপ্ন দেখে, তার উচিত প্রবৃত্তির অনুগমন থেকে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে, সে যেন পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকে। অথচ আমরা হাঁটি তার উল্টো পথে। তাওবার পথ পেছনে ফেলে ভিন্নপথে মোড় ঘুরিয়ে দিই। আমাদের অবস্থা ঠিক তেমনই যেমনটা হাসান রহ. এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। লোকটি হাসান রহ.-কে প্রশ্ন করল, "আপনার সকাল কেমন হলো?" তিনি উত্তরে বললেন, "ভালো।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন?" প্রত্যুত্তরে হাসান রহ. হেসে দিলেন এবং বললেন, "আমার অবস্থা জানতে চাও? আচ্ছা বলো, এমন লোকদের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যারা সমুদ্রপথে সফরে বের হয়েছে। সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে গিয়ে তাদের নৌকাটি ভেঙে গেছে। ফলে প্রত্যেক যাত্রী নৌকার একটি করে কাঠ আঁকড়ে ধরে আছে—তাদের অবস্থা কেমন?" লোকটি উত্তর দিল, "তাদের অবস্থা তো খুবই খারাপ।" হাসান রহ. বললেন, "আমার অবস্থা তাদের চেয়েও খারাপ।"'[২৮]

---

২৭. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১১৪
২৮. আল-ইহইয়া : ৪/১৯৭

কবি বলেন :

عيني هلا تبكيان على ذنبي *** تناثر عمري من يدي ولا أدري

أنت في غفلة وقلبك ساه *** ذهب العمر والذنوب كما هي

> 'কেন নিজের গুনাহের জন্য চক্ষু কাঁদে না। একদিন একদিন করে অজান্তেই জীবনটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। তুমি যে রয়েছ গাফিলতির মাঝে এবং মন হয়েছে অচেতন। জীবন ফুরিয়ে এল, কিন্তু গুনাহ সে আগের মতোই রয়ে গেছে।'[২৯]

ভাই, পৃথিবীতে ওই লোকেরা সবচেয়ে বড় বোকা, যারা দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবনকে আখিরাতের স্থায়ী জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়। অধিকাংশ সময় তাদের শেষ পরিণতি খুবই মন্দ হয়। অনেক রাজা-বাদশা ও ধনকুবেরদের ব্যাপারে আমরা শুনেছি। তারা প্রবৃত্তির ইচ্ছা অনুযায়ী টাকা-পয়সা উড়িয়ে বেড়াত এবং হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে জীবনযাপন করত। কিন্তু মৃত্যুর সময় তারা এমন লজ্জা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, যার সামনে তাদের পুরো জীবনের সুখ ও উপভোগ কিছুই নয়। এটা যদি তারা জানত, তাহলে সুখ-উপভোগের চেয়ে কষ্ট-পেরেশানিতে থাকাকেই তারা পছন্দ করত। কেনই বা করবে না? কষ্ট-পেরেশানির পরেই তো স্থায়ী সুখ আসে।

স্বভাবগতভাবেই দুনিয়া মানুষের প্রিয়—এতে কোনো সন্দেহ নেই। দুনিয়া অন্বেষণকারী ও দুনিয়ার আসক্তিকে যারা প্রাধান্য দেয়, তাদের প্রতিও আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি শুধু এতটুকু বলছি যে, দুনিয়া অর্জন করার সময় একটু খেয়াল রেখো এবং দুনিয়া অর্জনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানো; যাতে খারাপ পরিণামের সম্মুখীন হতে না হয়। কেননা, সেই স্বাদের কোনো মূল্য নেই, যার পরে রয়েছে জাহান্নামের অসহনীয় আগুন।

এক ব্যক্তিকে বলা হলো, 'তুমি কিছুদিন আমাদের রাজত্ব করো, অতঃপর আমরা তোমাকে হত্যা করব।' এখন সে ব্যক্তি যদি এতে সম্মত হয়, তাকে কি বুদ্ধিমান বলা যাবে? নাকি বোকার সর্দার বলে আখ্যায়িত করা হবে?

---

২৯. মুকাশাফাতুল কুলুব : ৩৪

কারণ, বুদ্ধিমান তো সেই লোক, যে পরকালীন চূড়ান্ত শান্তির আশায় এক-দু বছর কষ্ট সহ্য করাকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়।[৩০]

হাসান রহ. বলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, সেই ব্যক্তি জাহান্নামকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেনি, যার জন্য দুনিয়াটা প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে যায়নি। আর জাহান্নাম যদি এই দেয়ালের পেছনে চলে আসে, তখনও মুনাফিক ব্যক্তি তা বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না আগুন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

কবি বলেন :

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي *** درج الجنان لدى النعيم الخالد
ولقد علمنا أخرج الأبوين من *** ملكوتها الأعلى بذنب واحد

'গুনাহের পর গুনাহ করে যাচ্ছ, অথচ স্বপ্ন দেখছ জান্নাতের সুউচ্চ ইমারতের! অথচ আমাদের সবার জানা—আমাদের আদি পিতামাতাকে সামান্য একটি অপরাধের কারণেই সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।'[৩১]

আমরা পৃথিবীতে বিচরণ করছি। এ জীবন একসময় শেষ হয়ে যাবে, তা যেন আমাদের মনেই নেই। কিন্তু হঠাৎ একদিন এসে যাবে আল্লাহর নির্দেশ। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হবেন মালাকুল মাওত। তাওবা না করে এবং আখিরাতের পাথেয় না নিয়েই পাড়ি জমাতে হবে চিরস্থায়ী জগতে।

হাসান বসরি রহ. বলেন, 'কিছু লোক আল্লাহর মাগফিরাতের আশায় আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগে। বলে, "অনেক সময় তো পড়ে আছে, কিছুদিন জীবনটাকে উপভোগ করে নিই, পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব... তিনি তো পরম ক্ষমাশীল।" কিন্তু একসময় তাওবা না করেই দুনিয়া থেকে চলে যায় তারা। তাদের কেউ কেউ দাবি করে, "আমি আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করি (তাই তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন)।" তাদের দাবি চরম মিথ্যাচার। কারণ, তারা যদি আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করত, তাহলে অবশ্যই উত্তম আমল করত।'[৩২]

---

৩০. সাইদুল খাতির : ২৩৯
৩১. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৪২
৩২. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৩

রাবি বিন খুসাইম রহ. তার ছাত্রদের বললেন, 'তোমরা কি রোগ, ওষুধ ও আরোগ্য—এগুলো সম্পর্কে জানো?' তারা বলল, 'জানি না।' তিনি বললেন, 'রোগ হলো গুনাহ; ওষুধ হলো ইসতিগফার এবং আরোগ্য হলো তাওবা করার পর পুনরায় গুনাহ না করা।'[৩৩]

আহমাদ বিন হারব রহ.-এর একটি কথা আমাদের অধিকাংশের সাথে মিলে যায়। তিনি বলেন, 'আমরা ছায়াকে সূর্যের ওপর প্রাধান্য দিই, কিন্তু জান্নাতকে জাহান্নামের ওপর প্রাধান্য দিই না।'[৩৪]

বর্তমান সময়ে আমরা তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারি। ঠান্ডা ও গরম সহজে অনুভব করতে পারি। বিস্তৃত ছায়াময় পরিবেশে থেকে কিংবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বসেও গরমের তীব্রতার অভিযোগ করি। অথচ জাহান্নামের আগুন নিয়ে আমরা ভাবি না, যার তাপের তীব্রতা পৃথিবীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। এহেন তীব্র তাপ থেকে বাঁচতে হলে তাওবার বিকল্প নেই। কিন্তু আফসোস, আমরা তাওবা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি!

ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি তাওবা করতে চায়, সে যেন জুলুম-নির্যাতনের পথ থেকে বেরিয়ে আসে এবং মানুষের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা ছেড়ে দেয়। অন্যথায় তার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।'[৩৫]

আবুল ওয়াফা বিন উকাইল রহ. বলেন, 'গুনাহ থেকে সাবধান! গুনাহ কম মনে করে প্রবঞ্চিত হয়ো না! কেননা, মাত্র তিন দিরহাম চুরি করার শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা হয়।[৩৬] সুচাগ্র পরিমাণ মাদক সেবন করার কারণে হদ (শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করা হয়। একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে এক মেয়েকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। একইভাবে বিড়ালকে বন্দী

---

৩৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১০৮

৩৪. আল-ইহইয়া : ৪/৫৬৮

৩৫. আস-সিয়ার : ৭/৩৮৯

৩৬. এ নিয়ে আহলে ইলমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সবচেয়ে অগ্রগণ্য মত হলো, কেউ যদি দশ দিরহাম বা তার সমমূল্যের অন্য কোনো মাল অথবা তার চেয়ে বেশি মূল্যের কিছু চুরি করে, তাহলে ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান চুরির হদ হিসেবে চোরের হাত কাটবে। বর্তমানে দশ দিরহামে ২ ভরি ৭ মাশা তথা আড়াই তোলার একটু বেশি রুপা হয়। আধুনিক পরিমাপে হয় ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা। (- অনুবাদক) সূত্র : ইসলামি জীবনব্যবস্থা।

করে রাখার কারণে এক ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ আগুনের আলখেল্লা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অথচ লোকটি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছিল।'[৩৭]

সুতরাং হে ভাই, আমরা তাওবার দিকে ধাবিত হই। তাওবার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। সেখানে নেই কোনো সিকিউরিটি, যে 'আপনার পরিচয় দেন' বলে পথ আগলে রাখবে। বরং তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা খুশি হন এবং গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুজানি রহ. বলেন, 'হে আদম-সন্তান তোমার মতো আর কে আছে? তোমার ও মিহরাবের মধ্যখান থেকে আবরণ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। যখন ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারো আল্লাহর দরবারে। তোমার ও তাঁর মাঝে কোনো দোভাষীও লাগে না।'[৩৮]

ভাই, ভালো বা মন্দ—যেটাই হোক, তোমার প্রতিদান কিন্তু অপেক্ষমাণ। গুনাহ করার পর তার তড়িৎ শাস্তি হয়নি দেখে মনে কোরো না যে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর শাস্তি কার্যকর করা হয়।[৩৯]

কবি বলেন :

خلِّ الذنوبَ صغيرها *** وَكبِيْرَهَا ذَاكَ التُّقَى

واصْنَعْ كَمَاشٍ فوقَ أرْضِ *** الشوكِ يحذرُ ما يَرَى

لا تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً *** إنَّ الجِبَالَ مِنَ الحَصَى

'বড় হোক বা ছোট, মুত্তাকি হতে হলে সব গুনাহ ছাড়তে হবে। কণ্টকাকীর্ণ পথে চলা সতর্ক পথিকের মতোই চলতে হবে তোমাকে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহকেও তুচ্ছ মনে কোরো না। কেননা, ছোট ছোট পাথরকণা মিলেই গঠিত হয় পর্বতমালা।'[৪০]

---

৩৭. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৬৯
৩৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৪৯
৩৯. সাইদুল খাতির : ৫৯৩
৪০. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৯২

আবু হাজিম সালামা বিন দিনার রহ. বলেন, 'কুপ্রবৃত্তিকে দমন করা শত্রুকে দমন করার চেয়ে কঠিন।'[৪১]

তাওবাকারী ভাই আমার! শিরক, মিথ্যা ও লৌকিকতা হলো অন্তরের বিষবৃক্ষ। দুনিয়াতে এ বৃক্ষত্রয়ের ফল হলো ভয়, চিন্তা, পেরেশানি, বক্ষের অপ্রশস্ততা ও অন্তরের অন্ধকার। আর আখিরাতে এগুলোর ফল হলো কাঁটাযুক্ত জাক্কুম ও কঠিন আজাব।[৪২]

সুতরাং হে ভাই, দৃঢ় পদক্ষেপে কল্যাণের পথে অগ্রসর হও। মনোবৃত্তিকে আপন করায়ত্তে নিয়ে নাও। মনোবৃত্তি শিশুর মতো। তোমার কথায় সে সামনে বাড়ে বা পিছিয়ে পড়ে; অবাধ্য হয় বা অনুগত হয়।

কবির ভাষায়—

والنفس كالطفل إن تهمله شب على *** حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

'প্রবৃত্তি দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়। তাকে ছেড়ে দিলে দুধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর যদি দুধ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, তখন ধীরে ধীরে এটাতেই সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।'

প্রবৃত্তির আসক্তি ছাড়তে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। অন্যথায় বাহ্যিকভাবে আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি পেলেও এবং তাঁর রহমত লাভে ধন্য হলেও আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত, তাঁর প্রতি প্রবল আগ্রহবোধ, তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা, আনন্দ ও স্বস্তিবোধ সৃষ্টি হবে না। কেননা, এগুলো আল্লাহ তাআলা কেবল এমন অন্তরেই দিয়ে থাকেন, যেখানে তিনি ব্যতীত অন্য কারও স্থান নেই। এগুলো তিনি এমন অন্তরে গচ্ছিত রাখেন, যে অন্তর আল্লাহ পাশে থাকলে দারিদ্র্যকে প্রাচুর্য মনে করে এবং পাশে না থাকলে প্রাচুর্যকে দারিদ্র্য মনে করে। তিনি ছাড়া সম্মানকে অসম্মান মনে করে এবং তিনি পাশে থাকলে অসম্মানকে সম্মান মনে করে। তিনি পাশে থাকলে আজাবকে নিয়ামত মনে করে এবং পাশে না থাকলে নিয়ামতকে আজাব মনে করে।[৪৩]

---

৪১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৩১
৪২. আল-ফাওয়ায়িদ : ২১৫
৪৩. আল-ফাওয়ায়িদ : ২৫২

তালক বিন হাবিব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বান্দার পক্ষে আল্লাহর সকল হক পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব নয় এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করার সাধ্যও কারও নেই। কিন্তু তোমরা যদি প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তাওবা করো, তাহলে তাঁর হক মোটামুটি আদায় করতে সক্ষম হবে।'[৪৪]

বিশর রহ. বলেন, 'মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্বকে যথাযথভাবে অনুধাবন করত, তাঁর অবাধ্য হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।'[৪৫]

কবি বলেন :

فوا عجبًا كيف يعصى الإله *** أم كيف يجحده جاحدُ؟

ولله في كل تحريكة *** وتسكينة أبدًا شاهد

وفي كل شيء له آية *** تدل على أنه واحد

> 'কী আশ্চর্য! মানুষ কীভাবে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়! কীভাবে করতে পারে তাঁকে অস্বীকার! তিনি তো এমন এক মহান সত্তা, প্রকৃতির সকল গতিপ্রবাহ ও নিস্তব্ধতার মধ্যে যাঁর অস্তিত্বের সাক্ষী রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুর মাঝে রয়েছে এমন নিদর্শন, যা আল্লাহর একত্বের প্রমাণ বহন করে।'[৪৬]

ওহাইব বিন ওয়ারদ রহ. বলতেন, 'আল্লাহকে সে পরিমাণ ভয় পাও, যে পরিমাণ কর্তৃত্ব তোমার ওপর তাঁর আছে। তাঁকে সে পরিমাণ লজ্জা পাও, যে পরিমাণ তিনি তোমার নিকটে রয়েছেন।'

প্রিয় ভাই, হিলাল বিন সাদ রহ. বলেন, 'পাপ ছোট কি বড়, সেদিকে লক্ষ কোরো না। এর মাধ্যমে কার অবাধ্যতা করা হচ্ছে, সেদিকে লক্ষ কোরো।'[৪৭]

গুনাহ ছোট, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু ছোট গুনাহর মাধ্যমেও তো আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়—যিনি বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি, প্রকৃতির মহানিয়ন্ত্রক ও সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।

---

৪৪. আস-সিয়ার : ৪/৬০২

৪৫. আল-ইহইয়া : ৪/৪৫১

৪৬. মিফতাহু দারিস সাআদাহ : ১/২২৫

৪৭. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৯৫

কবি বলেন :

يا من يرى مد البعوض جناحها *** في ظلمة الليل البهيم الأليل

ويرى مناط عروقها في نحرها *** والمخ في تلك العظام النحل

'বলো তো এমন কেউ কি আছে, যে রাতের অন্ধকারে উড়ন্ত মশা দেখে? আর দেখে তার সুরু শুঁড়গুলো? আবার তার মাঝে মজ্জাও?'[৪৮]

মহান সে সত্তা, যিনি সবকিছু সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন। ভূপৃষ্ঠ কি মহাকাশ—কোনো কিছুর তথ্য ও রহস্য তাঁর কাছে অজানা নয়। মহাবিশ্বের সকল কিছুই তাঁর সৃষ্টি। সকল কিছুর সঠিক পরিসংখ্যান একমাত্র তাঁরই জানা আছে।

মুতাররিফ রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার জন্য কী আছে জানতে চায়, তার উচিত প্রথমে তার কাছে আল্লাহর কী আছে, তা দেখা।'

হাসান বিন আব্দুল আজিজ রহ. বলতেন, 'কুরআন ও মৃত্যু যাকে (পাপকর্ম থেকে) বিরত রাখতে পারে না, তার সামনে পাহাড়ের ঝগড়া লাগলেও সে (গুনাহ থেকে) নিবৃত্ত হবে না।'[৪৯]

প্রিয় ভাই, ইবনে আব্বাস রা.-এর কথাটি নিয়ে একটু ভাবো—'তুমি গুনাহ করে যাচ্ছ, ওদিকে আল্লাহ তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন—এ বিষয়টা যদি তোমার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার না করে, তাহলে তা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক।'[৫০]

কবি বলেন :

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ *** خَلَوْتُ ولٰكِنْ قُل عليَّ رَقِيبُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ يُغفِل ساعَةً *** وَلَا أَنَّ مَا تُخْفِيْه عنه يَغِيبُ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اليومَ أَسرعُ ذَاهِبٍ *** وأَنَّ غَدًا للنَّاظِرِيْن قَرِيبُ

৪৮. শাজারাতুজ জাহাব : ৪/১২১
৪৯. তাবাকাতুল হানাবিলাহ : ১/১৩৫
৫০. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৪৩

'নিঃসঙ্গ হলে ধোঁকা খেয়ো না, ভেবো না তুমি একা; আল্লাহ তোমাকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করছেন! মনে করো না ক্ষণিকের জন্যও তিনি গাফিল হন; বরং যা তুমি গোপন করছ, তা তাঁর অগোচরে নয়। দেখনি তুমি, কত দ্রুত ফুরিয়ে যায় একটি দিন; দেখতে দেখতেই ঘনিয়ে আসে আরেকটি সকাল! শীঘ্রই তোমাকে ফিরে যেতে হবে তাঁর দরবারে।'[৫১]

হাসান রহ. বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি নিজের ওপর কর্তৃত্বশীল। আল্লাহর জন্য সে নিজের হিসাব-নিকাশ করে। কারণ, কিয়ামতের দিন সেসব লোকের হিসাব সহজ হবে, যারা দুনিয়াতে নিজেদের হিসাব করে। আর যেসব লোক দুনিয়াতে হিসাব না করেই আখিরাতের হিসাবের সম্মুখীন হবে, তাদের হিসাব খুব কঠিন হবে। মুমিন ব্যক্তির নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো প্রিয় বস্তু আসলে সে বলে, "আল্লাহর কসম, তোমার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিল। তোমার খুব প্রয়োজনও ছিল আমার। কিন্তু তোমার নিকট পৌঁছা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এখন আল্লাহ তাআলা দয়া করে তোমাকে আমার নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।" আর যদি কোনো কিছু তার হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলে, "এ জিনিসটার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই সেটা চলে যাওয়ায় আমার কোনো অভিযোগ নেই। ইনশাআল্লাহ, তা ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টাও আমি করব না।" মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে বন্দীর মতো। আজীবন বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই সে সংগ্রাম করে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের আগ পর্যন্ত চূড়ান্ত নিরাপত্তা অনুভব করে না সে। সে বিশ্বাস করে, তার কান, চোখ, জিহ্বাসহ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাপারে তাকে পাকড়াও করা হবে।'[৫২]

আমাদের উচিত এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা এবং কিয়ামতের হিসাবের পূর্বে দুনিয়াতে নিজেদের হিসাব সম্পন্ন করে নেওয়া। তবেই আমল ও তাওবার প্রতি আমাদের মনে আগ্রহ জন্মাবে। কেবল দুনিয়ার জীবনটাই তাওবার সময়। এর পরে তাওবা করার সুযোগ নেই। অচিরেই এ সময় ফুরিয়ে যাবে। সুতরাং যা করার এখনই করে নাও।

---

৫১. আল-ইহইয়া : ৪/৪২২
৫২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৩৪

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে, তখন সে বিষয়ে তার প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হয়। আর কোনো বিষয়ে কারও প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হলে তার ওপর আমল না করে সে পারে না।'[৫৩]

ভাই আমার, আমলদার হও; মিথ্যে আশায় অলস বসে থেকো না। প্রবঞ্চনায় আনন্দিত হওয়া চরম বোকামি। খেল-তামাশার ওপারে লুকিয়ে থাকা বিপদ থেকে যে মানুষ বিস্মৃত, সে বুদ্ধিমান নয়। ভাই, সুস্থতায় প্রতারিত হয়ো না; অসুস্থতা তোমার সন্নিকটে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আছ বলে গাফিল থেকো না; অচিরেই তোমাকে গ্রাস করে নিতে পারে কঠিন দুঃখ-দুর্দশা। মাটির ওপর শায়িত মৃতদেহগুলো লক্ষ করো। তাদের জায়গায় নিজেকে রেখে ভাবো। এ নির্মম বাস্তবতা একদিন তোমাকেও বরণ করে নিতে হবে।[৫৪]

শুমাইত বিন আজলান রহ. বলেন, 'হে দীর্ঘ সুস্থতায় প্রবঞ্চিত ব্যক্তি, তুমি কি কোনো ধরনের অসুখ-বিসুখ ছাড়াই মানুষকে মরতে দেখনি? "সময় অনেক আছে"—এই ধোঁকা তোমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি কি দেখনি, কত মানুষ সম্ভাব্য সময় ফুরাবার আগেই পাকড়াও হয়েছে? সুস্থতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নত স্বাস্থ্য মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। যথাসময়ে মালাকুল মাওত তোমার কাছে আসবেনই। তাই এসবের প্রবঞ্চনায় পতিত হয়ো না। মালাকুল মাওতের সাথে ঝগড়া করার সামর্থ্য তো তোমার নেই।

মৃত্যু যখন উপস্থিত হবে, তখন ধনীর প্রাচুর্য আর প্রভাব-প্রতিপত্তি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তুমি কি জানো, মৃত্যুর সময়টা অনেক কঠিন, তদুপরি এতদিনের শিথিলতা ও অবহেলার ওপর লজ্জা পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না তখন? আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার ওপর রহম করুন, যে মৃত্যু-মুহূর্তের জন্য আমল করে। সেই বান্দার ওপর দয়া করুন, যে মৃত্যুপরবর্তী অন্তহীন সময়ের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। এবং সেই বান্দার ওপর তাঁর রহমত বর্ষিত হোক, যে মৃত্যু আসার পূর্বেই নিজেকে সংশোধন করে নেয়।[৫৫]

---

৫৩. আল-ইহইয়া : ৪/৪৫১
৫৪. সাইদুল খাতির : ২৬
৫৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৪৭

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আলামত

ভাই আমার, বান্দার সৌভাগ্য ও স্বার্থকতার আলামত হলো—যখন তার ইলম বৃদ্ধি হয়, তখন তার মাঝে দয়া ও নম্রতা বেড়ে যায়; যখন আমলে উন্নতি হয়, তখন আল্লাহভীতি প্রবল হয়; যখন বয়স বাড়ে, তখন লোভ-লালসা কমে যায়; সম্পদে প্রবৃদ্ধি ঘটলে বদান্যতা ও উদারতার গুণ ব্যাপক হয়ে ওঠে; মান-ইজ্জত বৃদ্ধি পেলে মানুষের প্রতি নৈকট্য ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার মানসিকতা দৃঢ় হয়।

দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থতার আলামত হলো—ইলম বৃদ্ধি পেলে অহংকারী হয়ে ওঠে; আমল বৃদ্ধি পেলে অন্তরে গর্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য লোকের প্রতি অবজ্ঞাভাব আসে; নিজের ব্যাপারে আত্মতুষ্টি আসে; বয়স বাড়ার সাথে সাথে লোভ-লালসাও বেড়ে যায়; ধনসম্পদ যত বাড়ে, ততই কৃপণ হয়ে ওঠে; সম্মান ও মর্যাদায় প্রবৃদ্ধি ঘটলে চরম অহংকার ও আমিত্বের মাদকতায় মত্ত হয়।

ইলম, আমল, বয়স, ধনসম্পদ, মান-মর্যাদা—এ বিষয়গুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষায় কেউ কৃতকার্য হয়; কেউ হয় অকৃতকার্য।[৫৬]

ভেবে দেখো, তুমি কোথায়? কোন পথের ওপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ? এখানে ইমাম মালিক রহ.-এর একটি নসিহত উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে তিনি বলেন, ‘যদি তুমি কোনো ইবাদত করার ইচ্ছে করো, তখন “অবসর সময়ে করব” ভেবে বসে থেকো না। কেননা, সামনে কী ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। আর যদি কোনো খারাপ কাজ করতে মন চায়, তখন না করার কোনো সুযোগ পেলে সাথে সাথে তা থেকে বিরত থাকো। হতে পারে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিরত রাখছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে মোটেই লজ্জাবোধ করবে না। কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন : وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (আল্লাহ তাআলা সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না)। তোমার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখো। সেগুলোকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে পরিচ্ছন্ন রাখো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে

---

৫৬. আল-ফাওয়ায়িদ : ২০১

মনোযোগ দাও। তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিও না। আল্লাহ তাআলা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পছন্দ করেন এবং তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন বিষয় পছন্দ করেন না। অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত করো। লক্ষ রাখবে, আল্লাহর জিকির ব্যতীত রাত বা দিনের কোনো ঘণ্টা যেন ব্যয় না হয়। নিজের স্বাধীনতা অন্যের হাতে তুলে দিয়ো না। নিজের সব কাজ স্বাধীনভাবে করবে।'[৫৭]

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তাঁর এক খুতবায় বলেন, 'প্রত্যেক সফরের জন্য পাথেয় প্রয়োজন। সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে আখিরাতের সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো। এমন হও, যেন তোমরা নিজ চোখে আল্লাহর প্রস্তুতকৃত শাস্তি ও পুরস্কার প্রত্যক্ষ করেছ; আর তোমরা পুরস্কার লাভের জন্য আগ্রহী আর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত। তোমরা এমন হয়ে যাও—তোমাদের কামনা-বাসনা যেন অধিক না হয়। অন্যথায় তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, তোমরা তোমাদের শত্রুর অনুগত হয়ে পড়বে। সে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা বিস্তৃত করে কী লাভ, যার জানা নেই, সকালের পর তার জীবনে আর সন্ধ্যা আসবে কি না, অথবা আসবে কি না সন্ধ্যার পর তার জীবনের পরবর্তী সকাল? এ দুইয়ের মাঝে তার জন্য ওত পেতে বসে আছে মৃত্যু। সে কী করে আশ্বস্ত হতে পারে আল্লাহর আজাব ও কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থার ব্যাপারে? আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার আঘাতের একটি ক্ষতের চিকিৎসা করতে না করতে অন্য দিক থেকে আবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সে কীভাবে আশ্বস্ত হতে পারে?'[৫৮]

কবি বলেন :

نَمُوتُ وَنَبْلَى غَيْرَ أَنَّ ذُنُوبَنَا *** إِذَا نَحْنُ مِتْنَا لَا تَمُوتُ وَلَا تَبْلَى

أَلَا رُبَّ عَيْنَيْنِ لَا تَنْفَعَانِهِ *** وَمَا تَنْفَعُ الْعَيْنَانِ مَنْ قَلْبُهُ أَعْمَى

'মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাব আমরা, কিন্তু আমাদের গুনাহগুলো অক্ষয় থাকবে চিরকাল, আমাদের মৃত্যুর পরও! চোখ থেকেও সবার কাজে আসে না; যার হৃদয় অন্ধ, চোখ তার কী উপকারে আসবে?'

---

৫৭. তারতিবুল মাদারিক : ১/১৮৭

৫৮. আল-ইহইয়া : ৪/৪৮৩

প্রিয় তাওবাকারী ভাই, নিজের নফস বা প্রবৃত্তির আসক্তি থেকে বেঁচে থাকো। মানুষের জীবনে যত বিপদ আসে, সবই প্রবৃত্তির আসক্তির ফল। প্রবৃত্তির সাথে সুসম্পর্ক রেখো না। কেননা, তাকে যে অসম্মানিত করে, সে সম্মানিত হয়; যে সম্মান করে, সে লাঞ্ছিত হয়। তাকে যে ভেঙে দেয় না, সে সুগঠিত হতে পারে না। আরাম পেতে হলে তাকে কষ্ট দিতে হয়। নিরাপদ থাকতে চাইলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করতে হয়। আনন্দ পেতে চাইলে তাকে কষ্ট দিতে হয়।[৫৯]

আবু বকর বিন আইয়াশ রহ. বলেন, 'আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলল, "আখিরাতের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দুনিয়াতে থাকতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করো। কারণ, আখিরাতে বন্দীদের মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।"'[৬০]

তাওবাকারী ভাই আমার, তাওবার যে পথে তুমি হাঁটছ, তার ওপরই অটল থাকো। হোক তা কণ্টকাকীর্ণ। ইনশাআল্লাহ এই পথ জান্নাতের সবুজ প্রান্তরে গিয়ে শেষ হবে। তোমার প্রবৃত্তি ও শয়তান—দুজন মিলে তোমাকে পাপাচারের মসৃণ ও কুসুমাস্তীর্ণ পথের দিকে লালায়িত করবে। খবরদার! বিভ্রান্ত হবে না। তাওবার যে পথের ওপর তুমি আছ, তার ওপরই অটল থাকো। এ পথেই রয়েছে তোমার চূড়ান্ত সফলতা ও মুক্তি।

হাসান রহ. বলেন, 'হে আদম-সন্তান, কিয়ামতের দিন তোমার সব আমল স্বচক্ষে দেখতে পাবে। ভালো ও মন্দ—উভয় প্রকারের আমল পরিমাপ করা হবে। সুতরাং ছোট গুনাহকেও তুচ্ছ মনে কোরো না। সেই ছোট গুনাহটিই মিজানের (আমল পরিমাপের পাল্লা) ওপর ভারী হয়ে তোমার সর্বনাশের কারণ হতে পারে।'[৬১]

ভাই আমার, নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ অনেক দীর্ঘ। আজীবন কাটিয়ে দিতে হয় কঠিন এ জিহাদের মাঠে। এর স্বাদও অনেক তিক্ত। পথ কণ্টকাকীর্ণ। তবুও তোমাকে নিরন্তর এ জিহাদ করে যেতে হবে। খবরদার! কক্ষনো ওই

---

৫৯. আল-ফাওয়ায়িদ : ৯০
৬০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৬৪
৬১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৩০৭

ব্যক্তির মতো হোয়ো না, যাকে ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. মিসকিন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'বনি আদমের মধ্যে মিসকিন সেই ব্যক্তি, যার কাছে গুনাহ ত্যাগ করার চেয়ে পাহাড় উপড়ে ফেলা সহজ।'[৬২]

কবি বলেন :

يَا مُدْمِنَ الذَّنْبِ أَمَا تَسْتَحْيِي *** وَاللهُ فِي الْخَلْوَةِ ثَانِيكَا

غَرَّكَ مِنْ رَبِّكَ إِمْهَالُهُ *** وَسَتْرُهُ طُولَ مَسَاوِيكَا

> 'ওহে পাপাসক্ত, লজ্জা হয় না তোমার? আল্লাহ তো নির্জন স্থানেও তোমার সঙ্গে থাকেন। রব তোমাকে ছাড় দিচ্ছেন, লোকচক্ষুর আড়ালে রাখছেন তোমার অজস্র গুনাহ; তাই তুমি প্রবঞ্চনার শিকার!'[৬৩]

হাতিম আসম রহ. বলেন, 'যার অন্তরে চারটি আশঙ্কা নেই, সে প্রতারণার শিকার।

১. অঙ্গীকার নেওয়ার দিনের আশঙ্কা, যেদিন আল্লাহ বলেছিলেন, "এরা জান্নাতি, এতে আমার কিছু যায় আসে না; আর এরা জাহান্নামি, এতেও আমার কিছু যায় আসে না।" তার জানা নেই, সেদিন সে কোন দলে ছিল।
২. সেই দিনের আশঙ্কা, যেদিন তিনটি অন্ধকারের ভেতর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অতঃপর একজন ফেরেশতা তার সৌভাগ্যবান হওয়া অথবা দুর্ভাগা হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আর সে জানে না, তাকে কি সৌভাগ্যবান ঘোষণা করা হয়েছে, না দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৩. পুনরুত্থিত হওয়ার সময়ের আশঙ্কা, যার ব্যাপারে তার জানা নেই যে, তখন সে কি আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ পাবে, না অসন্তুষ্টির দুঃসংবাদ পাবে।
৪. সেদিনের আশঙ্কা, যেদিন দলে দলে মানুষ কবর থেকে বের হবে। সে জানে না, দুই পথের কোনটি দিয়ে সে পথ চলবে।'[৬৪]

---
৬২. আস-সিয়ার : ১৩/১৫
৬৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৯৬
৬৪. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৭১

কবি বলেন :

لَا تَحْسَبَنَّ سُرُوْرًا دَائِمًا أَبَدًا *** مَنْ سَرَّهُ زَمَنٌ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ

لَا تَغْتَرَّ بِشَبَابٍ آنِفٍ خَضِلٍ *** فَكَمْ تَقَدَّمَ قَبْلَ الشَّيْبِ شُبَّانُ

وَيَا أَخَا الشَّيْبِ لَوْ نَاصَحْتَ نَفْسَكَ *** لَمْ يَكُنْ لِمِثْلِكَ فِي اللَّذَّاتِ إِمْعَانُ

'ক্ষণিকের আনন্দকে ভেবো না চিরস্থায়ী। একটি মুহূর্ত যাকে আনন্দ দেয়, কষ্ট দেয় তাকে অনেক মুহূর্ত। টসটসে যৌবন দেখে প্রবঞ্চিত হয়ো না; কত যুবক গত হয়েছে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগেই। ওহে বৃদ্ধ, যদি নিজের কল্যাণকামী হতে—এভাবে মজে থাকতে না দুনিয়ার সুখ ও বিলাসে।'

হাসান বিন ইয়াসার রহ. প্রায় সময় বলতেন, 'হে আদম-সন্তান, গতকাল তুমি ছিলে একটি শুক্রাণু, আগামীকাল তোমার পরিচয় একটি লাশ। এ দুইয়ের মাঝেই তোমার ক্রম-ক্ষয়মাণ অস্তিত্ব। এটার যত্ন নিতে হবে, গুনাহ ও পাপাচারের ভাইরাস যেন তাকে আক্রান্ত না করে। প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তি সেই, যে পাপজ্বরে আক্রান্ত নয়। প্রকৃত পবিত্র সেই ব্যক্তি, যাকে গুনাহের কদর্য স্পর্শ করেনি। আখিরাতের স্মরণ ওই ব্যক্তির মাঝেই সবচেয়ে বেশি আছে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি বিস্মৃত। আখিরাত থেকে সেই ব্যক্তি সব থেকে বেশি বিস্মৃত, যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়াকে স্মরণ করে। প্রকৃত ইবাদতগুজার সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে। প্রকৃত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যে হারামকে দেখতে পায়, ফলে তার কাছেও ঘেঁষে না। সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান, যে কিয়ামত দিবস ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বিস্মৃত নয়।'[৬৫]

দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যখেত। কলব হলো জমি। সে জমিতে রোপিত হয় ইমানের বীজ। ইবাদত-বন্দেগি হলো প্রবহমান পানির নহর। যা একদিকে জমিকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাখে, অপরদিকে তার ফসলে পানি সিঞ্চন করে। যে কলব পার্থিব চিন্তা-ফিকিরে মশগুল, তা লবণাক্ত জমি। তাতে ফসল

---

৬৫. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ৯৪

উৎপাদিত হয় না। কিয়ামত হলো ফসল কাটার দিন। সেদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ জমি থেকে সেই ফসলই তুলবে, যার বীজ তারা রোপণ করেছিল। তবে লাভবান হবে কেবল সেই ব্যক্তি, যে তার কলবে ইমানের বীজ রোপণ করেছিল।[৬৬]

বুদ্ধিমান ও নির্বোধের চিন্তার পার্থক্য দেখো। মুহাম্মাদ বিন সাম্মাক রহ. বলেন, 'বুদ্ধিমানের ফিকির থাকে, কীভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আর নির্বোধ ব্যক্তির ভাবনা আবর্তিত হয় খেলাধুলা ও আনন্দ-বিনোদনকে ঘিরে।'[৬৭]

সুস্থতায় প্রবঞ্চিত হওয়া মানুষের আশ্চর্যজনক ভুলগুলোর অন্যতম। এ ছাড়াও মানুষের চরম হাস্যকর একটি আশা হলো, 'সামনে ভালো হয়ে যাব।' এ প্রবঞ্চনা ও মিথ্যে আশা কখনো শেষ হয় না। প্রতিটি নতুন সকাল ও সন্ধ্যা তার ধোঁকা ও মিথ্যে আশাকে আরও প্রলম্বিত করে। যখন মৃত্যুর ফেরেশতা দরজায় এসে দাঁড়ান, তখনও এরা সেই ধোঁকা ও মিথ্যে আশার নাগলদোলায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

সদ্যপ্রয়াত বন্ধুর বাড়ির প্রিয় কার্নিশের দিকে তাকাও। তাকে কি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়? মসজিদের পাশের ওই কবরস্থানেই সে শুয়ে আছে। একসময় সেও তোমার মতো কত স্বপ্ন ও আশা নিয়ে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করত। এখন সে কোথায়? কী তার অবস্থা? তোমার অবস্থাও তো একদিন তার মতোই হবে। কতদিন আর বাকি? এখনই তো এসে যেতে পারে সে অন্তিম মুহূর্ত। কখন জাগবে তুমি ভাই? নির্বোধের মতো আর কতকাল ছুটবে মিথ্যে ছলনার পেছনে?

বুদ্ধিমান সেই, যে তার সুস্থতা ও সমৃদ্ধির সময়কে কাজে লাগায়। দ্বিগুণ মেহনত করে অসুস্থতা ও কঠিন সময়ের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নেয়। বিশেষ করে, যে ব্যক্তি জানে যে, আমলের কারণে আখিরাতে মর্যাদার স্তরে উন্নতি হয়, সে সুস্থতা-সমৃদ্ধি ও অবসর সময়গুলোকে বেশি করে কাজে লাগায়। কারণ, মৃত্যুর পর তা অর্জন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা যদিও অনেক

---

৬৬. মিনহাজুল কাসিদিন : ২

৬৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/২০৪

পাপীকে ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু তারা নেক আমলকারী বান্দাদের মর্যাদায় পৌছতে পারবে কি না সন্দেহ। তাই সময় থাকতেই যথাসাধ্য মেহনত করে আমলের পুঁজি বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

যার অন্তর জান্নাতের স্মরণে জীবন্ত—যে জান্নাতে মৃত্যু নেই, রোগ নেই; নিদ্রা-তন্দ্রা নেই; নেই কোনো চিন্তা-পেরেশানি; যাতে অবিরাম বয়ে চলে স্বাদ ও উপভোগের শীতল সমীরণ—সে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনটা খুব করে কাজে লাগায়। যত বেশি সম্ভব নেক আমল করে সাওয়াবের তালিকা দীর্ঘ করে। একান্ত প্রয়োজন না হলে ঘুমাতে যায় না। একটি সেকেন্ডও অলস কাটিয়ে দেয় না।

আমরা দেখি, গুনাহর স্বাদ-উপভোগ কিছুদিন পর আর থাকে না, কিন্তু আজীবন তার মাশুল গুনে যেতে হয়। গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়?[৬৮]

কবি বলেন :

مِلَاكُ الأَمْرِ تَقْوَى اللهِ فَاجْعَلْ *** تُقَاهُ عُدَّةً لِصَلَاحِ أَمْرِكْ

وَبَادِرْ نَحْوَ طَاعَتِهِ بِعَزْمٍ *** فَمَا تَدْرِيْ مَتَى يَمْضِىْ بِعُمْرِكْ

'আল্লাহভীতিই দ্বীনের সারকথা। তাই একে অবলম্বন করে সফলতা অর্জনে সচেষ্ট হও। রবের ইবাদতে ব্রতী হও নিবিষ্টমনে। তোমার জানা নেই, কখন থেমে যাবে জীবনঘড়ি?'[৬৯]

হাসান রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'হে আদম-সন্তান, যদি লোকদের ভালো কাজ করতে দেখো, তখন তুমিও তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে ভালো কাজ করো। আর যদি দেখো, তারা ধ্বংসের পথে হাঁটছে, তখন তাদের এবং তাদের চয়নকৃত পন্থা পরিত্যাগ করো। আমি এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, যারা আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, ফলে তারা লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হয়েছে।'[৭০]

---

৬৮. সাইদুল খাতির : ৪২৭
৬৯. জান্নাতুর রিজা : ১/১৪১
৭০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৫৭

তাওবাকারী ভাই আমার, ফিরআওনের কওমের এক মুমিন ব্যক্তি তার জাতিকে ইমানের পথে আহ্বান করে বলেন :

يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের গুনাহ মার্জনা করবেন। আর যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।'[৭১]

কুরআন আমাদের কানে হিদায়াতের বাণী শুনিয়ে যায়, দেখিয়ে দেয় হিদায়াতের সরল পথ। কিন্তু আমাদের অন্তরে প্রবৃত্তির বাতাস বয়ে চলে, যা তার চেরাগগুলো নিভিয়ে দেয়। সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। গুনাহের মরিচায় কালো হয়ে ওঠে অন্তর। অন্তরে কুরআনের মর্ম প্রবেশ করার জন্য কোনো ফাঁকফোকরও থাকে না। অজ্ঞতার ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে পুরো অন্তরজুড়ে। তখন নেক আমল দ্বারাও উপকৃত হতে পারে না সে।[৭২]

হাসান রহ. ফারকাদ রহ.-এর নিকট চিঠি লেখেন, 'বাদ সালাম, আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। এবং আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে ইলম দান করেছেন, সে অনুযায়ী আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি। মৃত্যুর জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নাও। মৃত্যুকে ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই। মৃত্যু যখন আসবে, তখন লজ্জিত হলে কোনো লাভ হবে না। গাফিলতির চাদর ফেলে দাও শরীর থেকে। মূর্খতার নিদ্রা থেকে গা ঝাড়া দাও। কোমর বেঁধে আমলের মাঠে নেমে পড়ো। আমলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করো অন্যদের সাথে। দুনিয়াটাই হচ্ছে প্রতিযোগিতার ময়দান। ফলাফল জান্নাত বা জাহান্নাম। আমাকে, তোমাকে ও সবাইকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মনের কল্পনা, চোখের গোপন চাহনি, কর্ণের শ্রবণ... সবকিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন তিনি।'[৭৩]

---

৭১. সুরা আল-আহকাফ : ৩১
৭২. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৭
৭৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৩০২

কবি বলেন :

الْيَوْمَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وتَشْتَهِيْ ••• وَغَدًا تَمُوْتُ وَتُرْفَعُ الأَقْلَامُ

'আজ তুমি যা খুশি করে যাচ্ছ, পূরণ করছ প্রবৃত্তির যত চাহিদা। আগামীকালই যখন মরে যাবে, থেমে যাবে তাকদিরের লিখন—কী পরিণতি হবে ভেবে দেখো!'

তাওবাকারী ভাই আমার, সগিরা বা কবিরা—সকল গুনাহের মূল তিনটি :

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাথে হৃদয়-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা।

২. রাগকে প্রশ্রয় দেওয়া।

৩. কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য করা।

শিরক, জুলুম, অশ্লীলতাসহ সকল ধরনের পাপ এই তিন কারণে সংঘটিত হয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাথে হৃদয়-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মানুষকে শিরক এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ সাব্যস্ত করার প্রতি ধাবিত করে। রাগকে প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করার মতো পাপ সংঘটিত হয়। কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য শেষপর্যায়ে জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করে।

আল্লাহ তাআলা একটি আয়াতের মধ্যে এ তিন বড় গুনাহকে একত্র করেছেন।

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

'আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।'[৭৪-৭৫]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'হে পাপী, পাপের ফিতনা ও শোচনীয় পরিণতি থেকে নিরাপত্তা বোধ করো না। আর গুনাহর পেছনে ছোটা গুনাহ করার চেয়েও মারাত্মক।'

---

৭৪. সুরা আল-ফুরকান : ৬৮

৭৫. আল-ফাওয়ায়িদ : ১০৬

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

বুন্দার রহ. ইয়াহইয়া আল-কাত্তান রহ. সম্পর্কে বলেন, 'আমি তাঁর নিকট বিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত আসা-যাওয়া করেছি। একটিবারের জন্যও মনে হয়নি যে, তিনি কোনো গুনাহ করেছেন।'[৭৬]

আওন বিন আব্দুল্লাহ রহ. আমাদের মিথ্যে আশা থেকে বাঁচানোর জন্য বলেন, 'ওই ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত অন্য কারও মৃত্যু সার্থক নয়, যে আগামীকালকে তার জীবনের অংশ হিসেবে গণনা করে না। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা অনেক ব্যক্তি তা আসার পূর্বেই ওপারে পাড়ি জমায়। আগামীকালের আশা নিয়ে বসে থাকা কত ব্যক্তির জীবনে আগামীকাল আসে না। জীবনের এমন অনিশ্চয়তা যদি তোমরা সত্যিই উপলব্ধি করতে, তাহলে মিথ্যে আশার লোভাতুর হাতছানিতে কখনো বিভ্রান্ত হতে না।'[৭৭]

প্রিয় ভাই, চলো, জান্নাতের পথে এগিয়ে চলি। যে জান্নাতের প্রশস্ততা মহাকাশ ও ভূপৃষ্ঠের সমান। সেখানে রয়েছে এমন সব নিয়ামত, যা কেউ দেখেনি, শোনেনি, এমনকি যার কল্পনা করাও কোনো মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যু আসার আগেই চলতে হবে জান্নাতের পথে। মৃত্যুর পর গতিপথ বদলানো আমাদের ইচ্ছাধীন থাকবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো। অন্যথায় সে বলবে, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।'[৭৮]

---

৭৬. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২৯৯

৭৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/২৪৩

৭৮. সুরা আল-মুনাফিকুন : ১০-১১

কবি বলেন :

هَبْكَ عُمِّرْتَ مِثْلَ مَا عَاشَ نُوحُ ••• ثُمَّ لاَقَيْتَ كُلَّ ذَاكَ يَسَارًا

هَلْ مِنَ الْمَوْتِ لاَ أَبَا لك يد ••• أَيُّ حَيٍّ إِلَى سِوَى الْمَوْتِ صَارًا

'মনে করো, তোমাকে দেওয়া হলো নুহ আ.-এর মতো দীর্ঘ জীবন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তুমি কাটিয়ে দিলে হাজার বছর। তবু কি মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাবে তুমি? মৃত্যুকে জয় করার সাধ্য কার হয়েছে?'[৭৯]

দুনিয়ার জীবনটাই চিন্তা ও পেরেশানির জীবন। প্রতিদিন কোনো না কোনো ক্ষতি জীবনের সাথে যুক্ত হয়। প্রতিদিন কোনো না কোনো বিপদ এসে হাজির হয়। এ জীবনে মানুষের সবচেয়ে নিকটতম বস্তু হলো মৃত্যু। যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনো স্থানে বেজে যেতে পারে বিদায়ঘণ্টা। ডাক আসতে পারে চলে যাওয়ার। তখন প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাবে না। সুতরাং এখন থেকেই প্রস্তুত থাকো চিরসত্য এ সফরের জন্য।[৮০]

উলামায়ে কিরাম বলেন, 'মৃত্যুর স্মরণ গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে। পাষাণ হৃদয় বিগলিত করে। অন্তর থেকে দুনিয়াতুষ্টি দূর করে দেয় এবং দুনিয়ার বিপদসমূহকে হালকা করে দেয়।'[৮১]

কবি বলেন :

قُلْ لِلْمُفَرِّطِ يَسْتَعِدُّ ••• مَا مِنْ وُرُوْدِ الْمَوْتِ بُدُّ

'অবহেলাকারীকে প্রস্তুতি নিতে বলো। মৃত্যুর হাত থেকে তার নিস্তার নেই।'

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন, 'পাপীরা কেন পাপ করে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, পাপীরা সরাসরি পাপের ইচ্ছা করে না। তারা শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণ করে; আর প্রবৃত্তি তাদের মাধ্যমে পাপকর্ম করিয়ে নেয়। অতঃপর চিন্তা করে দেখলাম, মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা হচ্ছে জানার পরেও

---

৭৯. আস-সিয়ার : ১০/২৩৩
৮০. আল-ইহইয়া : ৪/৪৮৩
৮১. আত-তাজকিরাহ : ১৩

কেন পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। বুঝতে পারলাম, আসলে স্রষ্টার প্রতি গভীর সম্মান ও লজ্জাবোধ না থাকার কারণে মানুষ পাপ করে। যদি আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার প্রকৃত অনুভব বান্দার মাঝে থাকত, তাহলে তাঁর অবাধ্যতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।'[৮২]

কবি বলেন :

يَا أَيُّهَا الْمُذْنِبُ الْمُحْصِيْ جَرَائِمَهُ *** لَا تَنْسَ ذَنْبَكَ وَاذْكُرْ مِنْهُ مَا سَلَفَا

وَتُبْ إِلَى اللهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَانْزَجِرْ عَنْهُ *** يَا عَاصِيًا وَاعْتَرِفْ إِنْ كُنْتَ مُعْتَرِفَا

'হে আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত, সব ধরনের পাপই যে তুমি করে ফেলেছ। ভুলে না গিয়ে কৃতকর্মের কথা অনুতাপভরে স্মরণ করো—মৃত্যু আসার পূর্বেই সতর্ক হও। তাওবা করে ফিরে আসো পুণ্যের পথে। হে পাপী, স্বীকার করে নাও যত ভুলত্রুটি, যদি সে সৎসাহস তোমার থাকে।'[৮৩]

এক ব্যক্তি দাউদ আত-তায়ি রহ.-কে বলল, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'তাকওয়া অর্জন করো এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। আর দুনিয়ার জীবনটাকে রোজাদারের মতো কাটাও। এ রোজার ইফতার করবে মৃত্যুর সময়। এবং লোকদের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা কোরো না।'[৮৪]

জিয়াদ বিন জারির রহ. বললেন, 'তোমরা প্রস্তুতি নিয়েছ?' এক ব্যক্তি তাঁর কথা শুনতে পেয়ে বলল, 'আপনি কীসের প্রস্তুতির কথা বলছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতির কথা বলছি।'[৮৫]

কবি বলেন :

أَلَا أَيُّهَا الْمَغْرُوْرُ مَا لَكَ تَلْعَبُ *** تُؤَمِّلُ آمَالاً وَمَوْتُكَ أَقْرَبُ

৮২. সাইদুল খাতির : ২৮৫

৮৩. মুকাশাফাতুল কুলুব : ৯১

৮৪. আস-সিয়ার : ৭/৪২৪

৮৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/১৯৭

‘ওহে প্রবঞ্চিত, কী হলো? এখনো খেলাধুলায় ব্যস্ত আছ? মৃত্যু দুয়ারে কড়া নাড়ে—এখনো তোমার আশায় আশায় দিন কাটে!’

উয়াইস আল-করনি রা. তার এক ভাইকে বললেন, ‘ভাই আমার, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে, তখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে। তাকে তোমার সামনেই অনুভব করবে। আর যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখন কোনো গুনাহকে তুচ্ছ মনে করবে না। মনে রাখবে, গুনাহ ছোট হতে পারে, কিন্তু এর মাধ্যমে যাঁর অবাধ্যতা করা হয়, তিনি অনেক বড়।’

প্রিয় ভাই, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নাও। আমাদের ইহজীবন কয়েকটি ক্ষণের সমষ্টি মাত্র। তার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা আছে। সকালের শীতলতা, মধ্যাহ্নের তাপ, বিকেলের অলসতা, রাতের স্নিগ্ধতা... দুনিয়ার বাস্তবতা নয়। দুনিয়ার বাস্তবতা তা-ই, যা কবিতার যুবকটির সাথে হয়েছে—

بَيْنَمَا الفَتَى مَرِحُ الخُطَا فَرِحٌ بِمَا *** يَسْعَى لَهُ إِذْ قِيْلَ: قَدْ مَرِضَ الفَتَى

إِذْ قِيْلَ: بَاتَ لَيْلَةً مَا نَامَهَا *** إِذْ قِيْلَ: أَصْبَحَ مُثْخَنًا مَا يُرْتَجَى

إِذْ قِيْلَ: أَصْبَحَ شَاخِصًا وموجَّهًا *** ومُعَلَّلاً إِذْ قِيْلَ: أَصْبَحَ قَدْ قَضَى

‘সে ছিল মাঠে-ময়দানে দাপিয়ে বেড়ানো প্রাণবন্ত এক যুবক। একদিন খবর আসে, অসুখ বাসা বেঁধেছে তার শরীরে। আবার খবর আসে, রাত তার নির্ঘুম কেটেছে। একের পর এক খবর আসে—জীর্ণ শরীর তার নেতিয়ে পড়েছে। দল বেঁধে হারিয়ে গেছে স্বপ্নগুলো। নিথর-নিস্পন্দ দেহে সে সেঁটে আছে বিছানায়। নিষ্পলক তার দৃষ্টি। মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে সে। অবশেষে খবর আসে, সেই তাগড়া যুবক আর বেঁচে নেই।’[৮৬]

হাসান রহ. বলেন, ‘হে আদম-সন্তান, ছুরি শাণ দেওয়া শেষ, চুলায় চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রান্নার হাঁড়ি, অথচ দুম্বাটি এখনো ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এমনই।’[৮৭]

---

৮৬. আত-তাজকিরাহ : ২২

৮৭. আস-সিয়ার : ৪/৫৮৬

পাপের পরিণামকে খুব বেশি ভয় করতে হবে। কারণ, আল্লাহ ও মানুষের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই যে, তিনি স্বজনপ্রীতি করে তোমাকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ। সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার ক্ষমতা যদিও তাঁর আছে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলে অনেক বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেন; আবার চাইলে ছোট গুনাহের কারণেও পাকড়াও করেন। তাই ছোট-বড় সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।[৮৮]

হাসান রহ. বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে বন্ধু-বান্ধবের আধিক্যের কারণে ধোঁকা খায় না। হে আদম-সন্তান, তুমি মৃত্যুবরণ করবে একাকী; কবরেও প্রবেশ করবে একাকী। যখন পুনরুত্থিত করা হবে এবং হিসাব নেওয়া হবে, তখনও তুমি একাকী ও সঙ্গীহীন থাকবে।'[৮৯]

আব্দুল্লাহ বিন শুমাইত রহ. বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "হে দীর্ঘ সুস্থতায় প্রবঞ্চিত ব্যক্তি, তুমি কি কোনো ধরনের অসুখ-বিসুখ ছাড়াই মানুষকে মরতে দেখনি? "সময় অনেক আছে"—এই ধোঁকা তোমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি কি দেখনি, কত মানুষ সম্ভাব্য সময় ফুরাবার আগেই পাকড়াও হয়েছে?"'

কবি বলেন :

وَمَا هِيَ إِلَّا لَيْلَةٌ بَعْدَ لَيْلَةٍ *** وَيَوْمٌ إِلَى يَوْمٍ وَشَهْرٌ إِلَى شَهْرِ

مَطَايَا يُقَرِّبْنَ الْجَدِيْدَ إِلَى الْبِلَى *** وَيُدْنِيْنَ أَشْلَاءَ الصَّحِيْحِ إِلَى الْقَبْرِ

'একের পর এক রাত হারিয়ে যায়, একটি দিন গিয়ে শেষ হয় আরেকটি দিনে, দ্রুত কেটে যায় মাসের পর মাস—এটাই তো দুনিয়ার জিন্দেগি। এই ভেলা নবীনকে নিয়ে ভিড়ে জীর্ণতার তীরে, সুস্থ-সবল দেহগুলোকে পৌঁছে দেয় কবরের কাছাকাছি।'[৯০]

---

৮৮. সাইদুল খাতির : ১৮৫
৮৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৫৫
৯০. উকুদুল লুলু ওয়াল মারজান : ২১৬

আব্দুল আজিজ বিন আবি রাওয়াদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সকালটা কেমন হলো?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন অবস্থায় সকাল করেছি, যখন আমি মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন। আমার চতুর্দিকে গুনাহের বেষ্টনী। এদিকে প্রতিদিন একদিন করে আমার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না, কোথায় আমার শেষ ঠিকানা...?' বলতে বলতে কান্নায় তার গলা ধরে আসলো।[৯১]

প্রিয় ভাই,

تَرْجُوْ البَقَاءَ بِدَارٍ لَا ثَبَاتَ لَهَا *** فَهَلْ سَمِعْتَ بِظِلٍ غَيْرِ مُنْتَقِلٍ؟

'নশ্বর এ জগতে তুমি চিরকাল থাকার স্বপ্ন দেখো! এমন কোনো ছায়া আছে, যা অপসৃত হয় না? এ জগৎ তো ছায়ার মতন।'[৯২]

বুদ্ধিমানদের উচিত, তারা যেন গুনাহের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক থাকে। কারণ, গুনাহর আগুন ছাইয়ের নিচে লুকিয়ে থাকা আগুনের মতো। দেখা না গেলেও যে কাউকে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। অনেক সময় গুনাহের শাস্তি পৌঁছতে দেরি হয়; তার মানে এ নয় যে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ যেকোনো মুহূর্তেই তা এসে যেতে পারে। তা ছাড়া অনেক সময় গুনাহের আজাব দ্রুতই নেমে আসে। গুনাহের আগুন বড়ই ভয়ংকর। সাধারণ পানি এ আগুন নেভাতে পারে না। এ আগুন নেভাতে লাগে চোখের পানি। হ্যাঁ, একমাত্র তাওবাকারীর অশ্রুই এ আগুন নেভাতে পারে।[৯৩]

ইবরাহিম আত-তাইমি রহ. বলেন, 'কল্পনায় আমি আমার মনকে জান্নাতে ঘুরিয়ে আনলাম। তাকে জান্নাতের ফল খাওয়ালাম, নদী থেকে পান করালাম, আলিঙ্গন করালাম জান্নাতি হুরদের সাথে। তারপর মনকে নিয়ে গেলাম জাহান্নামে। জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত জাক্কুম ফল খাওয়ালাম, পুঁজ পান করালাম, জাহান্নামের শিকল ও বেড়ি দিয়ে বাঁধলাম। ... তারপর বললাম, এ মুহূর্তে তুমি কী চাও? সে বলল, আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই; যেন উত্তম

---

৯১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১৯৪
৯২. তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ : ২/২৩৯
৯৩. সাইদুল খাতির : ২৬৭

আমল করে জান্নাতে আসতে পারি। তখন আমি বললাম, তাহলে তোমার আশা বাস্তবায়ন করার জন্য নেক আমল করো।'[৯৪]

কবি বলেন :

مَثِّلْ لِنَفْسِكَ أَيُّهَا المغرورْ *** يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاءُ تَمُورْ

إِذَا كُوِّرَتْ شَمْسُ النَّهَارِ وَأُدْنِيَتْ *** حَتَّى عَلَى رَأْسِ الْعِبَادِ تَسِير

وَإِذَا النُّجُومُ تَسَاقَطَتْ وَتَنَاثَرَتْ *** وَتَبَدَّلَتْ بَعْدَ الضِّيَاءِ كُدُورْ

وَإِذَا البِحَارُ تَفَجَّرَتْ مِنْ خَوْفِهَا *** وَرَأَيْتَهَا مِثْلَ الْجَحِيْمِ تَفُوْرُ

وَإِذَا الْجِبَالُ تَقَلَّعَتْ بِإِصُولِهَا *** فَرَأَيْتَهَا مِثْلَ السَّحَابْ تَسِيرْ

وَإِذَا الْوُحُوشُ لَدَى الْقِيَامَةِ أُحْشِرَتْ *** وَتَقُولُ لِلأَمْلاكِ أَيْنَ نَسِيرْ

'ওহে প্রবঞ্চিত, কিয়ামত দিবসের কল্পনা করো—আকাশ যখন প্রকম্পিত হবে, সূর্য আলোহীন হয়ে নেমে আসবে, ভাসবে মানুষের মাথার ওপর। একের পর এক নক্ষত্ররাজির পতন ঘটবে, বিক্ষিপ্ত মলিন রূপ ধারণ করবে সেগুলো। সেদিন সন্ত্রস্ত সমুদ্র হবে উত্তাল, টগবগ করবে দোজখের ন্যায়। পাহাড়-পর্বত সমূলে উৎক্ষিপ্ত হবে, মেঘের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে উড়বে। বন্য পশুপাখি একত্র করা হবে হাশরের মাঠে, ফেরেশতাদের তারা বলবে, আমরা সবাই কোথায় যাচ্ছি?'[৯৫]

আমাদের গাফিলতি দেখে মালিক বিন দিনার রহ.-এর একটি কথা মনে পড়ল। তিনি মানুষের অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, 'সেই ব্যক্তিকে নিয়ে আমার খুব আশ্চর্য হয়, যে জানে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং কবরই তার আসল ঠিকানা—দুনিয়া কীভাবে তার চোখ জুড়ায়? দুনিয়াতে কীভাবে এত নির্বিকার হয়ে জীবনযাপন করতে পারে সে?'[৯৬]

---

৯৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/২১১
৯৫. আত-তাজকিরাহ : ২৪৪
৯৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৭৭

হাসান রহ.-এর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কয়েকজন ছাত্র তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, 'হে আবু সাইদ, আমরা আপনার নিকট মূল্যবান কিছু কথা শুনতে এসেছি, যা আমাদের জীবনে উপকার বয়ে আনবে।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের তিনটি কথা বলব, তারপর এখান থেকে চলে যেয়ো। আমি একটু একাকী থাকতে চাই। কথা তিনটি হলো :

১. আমি যেসব বিষয় থেকে তোমাদের নিষেধ করেছি, সেগুলোর ধারে-কাছেও কখনো যাবে না।
২. আর যেসব ভালো আমল করার প্রতি উৎসাহিত করেছি, সেগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে করবে।
৩. মনে রাখবে, তোমাদের সকল পদক্ষেপ দুই ধরনের। এক ধরনের পদক্ষেপ তোমাদের জন্য উপকারী, আরেক ধরনের পদক্ষেপ তোমাদের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। সুতরাং প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলার সময় খেয়াল করে নেবে, এটি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে।'[৯৭]

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. এক খুতবায় বলেন, 'যদি তোমরা আখিরাতের ওপর ইমান এনে থাকো, তাহলে তোমরা নির্বোধ (অর্থাৎ ইমান আনার পরেও আখিরাতের জন্য আমল না করে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছ)। আর যদি আখিরাতের ওপর ইমান না এনে থাকো, তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।'[৯৮]

প্রবৃত্তি যখন কাউকে মন্দ কাজের প্রতি ফুসলায়, বিবেক তখন বলে, 'ওই কাজ কোরো না। এতে তোমার ধ্বংস ও অধঃপতন হবে। প্রবৃত্তি তোমার অনিষ্ট চাইছে, তার কথা মান্য কোরো না...।' তখন সবার উচিত হলো, মন্দ কাজের পরিণতি ও শাস্তির কথা ভেবে বিবেকের আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও তার যুক্তিসম্পন্ন কথাগুলো মেনে নেওয়া।[৯৯]

ইমাম শাফিয়ি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কী ব্যাপার, আপনি তো দুর্বল পুরুষ নন, তবুও সব সময় সাথে লাঠি রাখেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যাতে সব সময় স্মরণ থাকে যে, আমি একজন মুসাফির।'[১০০]

---

৯৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৫৪
৯৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/২৯০
৯৯. সাইদুল খাতির : ২৫৬
১০০. আস-সিয়ার : ১০/৯৭

আতা আস-সুলামি রহ. বলতেন, 'হে প্রভু, পৃথিবীতে আমার অপরিচিতি এবং কবরে আমার একাকিত্বের ওপর রহম করুন। রহম করুন আগামীকাল (কিয়ামত দিবসে) আপনার সামনে আমার দণ্ডায়মান হওয়ার ওপর।'[১০১]

তাওবাকারী ভাই আমার,

إِذَا كَثُرَتْ مِنْكَ الذُّنُوْبُ فَدَاوِهَا *** بِرَفْعِ يَدٍ فِيْ اللَّيْلِ وَاللَّيْلُ مُظْلِمُ

وَلَا تَقْنُطَنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّمَا *** قُنُوْطُكَ مِنْهَا فِيْ خَطَايَاكَ أَعْظَمُ

فَرَحْمَتُهُ لِلْمُحْسِنِيْنَ كَرَامَةٌ *** وَرَحْمَتُهُ لِلْمُسْرِفِيْنَ تَكَرُّمُ

'গুনাহের মরণব্যাধিতে যদি আক্রান্ত হও তুমি, তবে গভীর রাতে দুহাত তুলে অশ্রু ঝরাও—এই তোমার চিকিৎসা। আর আল্লাহর রহমত থেকে কখনোই নিরাশ হোয়ো না; এটি সকল গুনাহের চেয়ে জঘন্য। আল্লাহ তাআলার রহমত সর্বব্যাপী—সৎকর্মশীলদের প্রতি তা যেমন বদান্যতা, তেমনই সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি অনুগ্রহ।'[১০২]

গুনাহের কুফল

নিষিদ্ধ সুখ—যখন তা উপভোগ করা হয়, তখন মন্দত্ব ও কদর্যতামিশ্রিত সুখানুভূতি হয়। তা ছেড়ে দিতে কষ্ট লাগে। এখন তোমার মন যদি তোমাকে নিষিদ্ধ সুখের প্রতি আহ্বান করে, তখন চিন্তা করে দেখো, তা উপভোগ করে কদর্যতামিশ্রিত সুখানুভূতি তোমার জন্য উত্তম, নাকি ছেড়ে দিয়ে কষ্ট সহ্য করার পবিত্রানুভূতি উত্তম? দুইটার মাঝে পার্থক্য করে দেখো, কোনটাতে তোমার লাভ।[১০৩]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, 'পুণ্য মানুষের চেহারায় লাবণ্য সৃষ্টি করে, অন্তঃকরণ আলোকিত করে, রিজিকে প্রশস্ততা আনে এবং শরীরে শক্তি জোগায়। এ ছাড়াও পুণ্যের কারণে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করা

১০১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/২২৪
১০২. আত-তাবসিরাহ : ১/২০০
১০৩. আল-ফাওয়ায়িদ : ২৪৮

যায়। পক্ষান্তরে, পাপের কারণে চেহারার লাবণ্য ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়, অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং রিজিকের বরকত চলে যায়। তা ছাড়া পাপী ব্যক্তিকে মানুষ অপছন্দ করতে শুরু করে।'[১০৪]

গুনাহের কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে আবু দারদা রা. বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুমিনের হৃদয়ের অজ্ঞাত অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকা চাই।' অতঃপর বললেন, 'তোমরা কি জানো, সেই অজ্ঞাত অভিশাপ কী? তা হলো, বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন আল্লাহ তাআলা মুমিনের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন, যা সে বুঝতেও পারে না।'[১০৫]

ইবাদত করা কষ্টের কাজ। তবে তার বিনিময়ে দীর্ঘস্থায়ী সুখ অর্জিত হয়। আর ইবাদত না করলে সাময়িক সুখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কষ্টের মাধ্যমে এ সুখের চড়া মূল্য দিতে হয়। এখন ইবাদত করতে যদি তোমার মন না চায়, তবে ভেবে দেখো—ইবাদত করার সাময়িক কষ্ট তোমার জন্য উত্তম, নাকি না করার সাময়িক সুখ উত্তম? দুইয়ের মাঝে তুলনা করে উত্তমকে অনুত্তমের ওপর প্রাধান্য দাও। কোনো কাজের মধ্যে যে কষ্ট আছে, তার প্রতি লক্ষ না করে সে কাজের ফলাফলে যে আনন্দ, স্বাদ ও সুখ রয়েছে, তার প্রতি নজর দাও। অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ সুখ উপভোগ না করলে সাময়িক কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু তা উপভোগ করলে পরিণামে তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট পেতে হবে। দুই কষ্টের মাঝে তুলনা করে দেখো তো, কোনটা তোমার জন্য উত্তম?[১০৬]

প্রিয় ভাই, গুনাহের কুফলসমূহ নিয়ে চিন্তা করো; চিন্তা করো সে বিষণ্ণতা নিয়ে, যা গুনাহ করার কারণে তোমার অন্তরে অনুভূত হয়। অতঃপর পুণ্যের নুরের দিকে লক্ষ করো। লক্ষ করো, পুণ্য অন্তরকে কেমন আলোকিত করে তোলে। অতঃপর পাপ ছেড়ে দিয়ে পুণ্যের কাজে লেগে যাও।

আবুল হাসান মুজানি রহ. বলেন, 'গুনাহ তার পূর্বের গুনাহের শাস্তি এবং পুণ্য তার পূর্বের পুণ্যের পুরস্কার।'[১০৭]

---

১০৪. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৯৯
১০৫. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৯৬
১০৬. আল-ফাওয়ায়িদ : ২৪৮
১০৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২২৬

গুনাহ নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। বিষ শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনই গুনাহ অন্তরের জন্য ক্ষতিকর। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল খারাপ পরিণতির জন্য গুনাহই দায়ী।

এ জন্যই ইবনে আব্বাস রা. আমাদের গুনাহ থেকে ভয় প্রদর্শন করে বলেন, 'গুনাহের ভয়াবহ পরিণতি থেকে নিজেদের নিরাপদ ভেবো না। গুনাহের পরিণতি গুনাহের চেয়েও মারাত্মক।'[১০৮]

প্রিয় ভাই আমার, সালাফ কোন পথে ছিলেন, আমরা কোন পথে?

হিশাম বিন হাসসান রহ. বলেন, 'আমি আলা বিন জিয়াদ রহ.-এর সাথে পথ চলছিলাম। চলার পথে সতর্ক ছিলাম যেন কাদামাটি আমার পায়ে না লাগে। কিন্তু এক ব্যক্তির সাথে আমার ধাক্কা লাগলে আমার পা কাদামাটিতে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি পানিতে পা ডুবিয়ে তা ধুয়ে নিলাম। যখন আলা বিন জিয়াদ রহ.-এর দরজার কাছে পৌঁছলাম, তখন তিনি বললেন, "দেখেছ হিশাম, আজ তোমার সাথে কী হলো? মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক তোমার মতো হওয়া চাই। তারা গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে, তবে কখনো যদি তা করে ফেলে, তখন সাথে সাথে (তাওবার মাধ্যমে) তা ধুয়ে ফেলবে।"'[১০৯]

বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন প্রভুর অবাধ্যতা কিংবা তাঁর নিষেধাজ্ঞার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করা তার উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু প্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আল্লাহর ক্ষমাগুণের প্রতি অতি নির্ভরতা তাকে গুনাহ করতে প্ররোচিত করে। এটা বান্দার পক্ষ থেকে গুনাহ সংঘটিত হওয়ার কারণ। বান্দা থেকে গুনাহ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো—তাঁর বিধান বাস্তবায়ন করা এবং প্রভুত্বের উচ্চতা, দাসত্বের নিম্নতা ও তাঁর প্রতি বান্দার পূর্ণ মুখাপেক্ষিতা প্রমাণ করা। এ ছাড়াও তাঁর সুন্দর গুণবাচক নামগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করাও এর অন্যতম কারণ। যেমন : বান্দা গুনাহ করার পর যখন লজ্জিত হয়ে তাওবা করে, তখন তাঁর 'মহান মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল, তাওবা কবুলকারী, পরম সহনশীল' প্রভৃতি গুণবাচক নামের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। আর যারা গুনাহ করার পর লজ্জিত হয় না; বরং

---

১০৮. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৪৩০

১০৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৪৪

গুনাহের ওপর অটল থাকে, তাদের ক্ষেত্রে তাঁর গুণবাচক নাম 'ন্যায়পরায়ণ, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শক্ত পাকড়াওকারী' ইত্যাদির যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ তাআলা গুনাহ সৃষ্টি করেছেন, যেন বান্দাকে প্রভুর পূর্ণতা, বান্দার অপূর্ণতা ও প্রভুর প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষিতা দেখাতে পারেন। প্রদর্শন করতে পারেন তাঁর স্বতন্ত্র ক্ষমতা ও মর্যাদা, স্বতন্ত্র ক্ষমাগুণ ও দয়া, তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, দোষ গোপন করার মহানুভবতা ও গুনাহ মুছে দেওয়ার মতো মহান সব গুণ। যেন বোঝাতে পারেন যে, তাঁর রহম ও দয়া বান্দার প্রতি তাঁর একান্ত করুণা; আমলের বিনিময় নয়। তিনি যদি বান্দাকে রহমতের চাদরে বেষ্টন করে না নেন, তখন তার ধ্বংস অনিবার্য।

মোট কথা, গুনাহ সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ তাআলার উপর্যুক্ত হিকমতসহ আরও অনেক হিকমত রয়েছে। তবে তিনি গুনাহ যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনই সবার জন্য তাওবার পথ উন্মুক্ত করে রেখেছেন, যেন এর মাধ্যমে বান্দা তাঁর রহমতের উপযোগী হতে পারে।[১১০]

সুলাইমান আত-তাইমি রহ. বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যখন গুনাহ করে, তখন সে গুনাহের লাঞ্ছনা বহন করে সকালে উপনীত হয়।'

তাওবাকারী ভাই আমার,

وإِنِ امْرُؤٌ لَمْ يَصْفُ لله قَلْبُهُ ••• لَفِي وَحْشَةٍ مِنْ كُلِّ نَظْرَةِ نَاظِرِ

وإِنِ امْرُؤٌ لَمْ يَرْتَحِلْ بِبِضَاعَةٍ ••• إِلَى دَارِهِ الأُخْرَى فَلَيْسَ بِتَاجِرِ

وإِنِ امْرُؤٌ ابْتَاعَ دُنْيَا بِدِيْنِهِ ••• لَمُنْقَلِبٌ مِنْهَا بِصَفْقَةِ خَاسِرِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজের মনকে একনিষ্ঠ করেনি, কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বিষণ্নতায় ভোগে। আখিরাতপানে সওদা হাতে যে আজও রওনা করেনি, নিঃসন্দেহে তার ব্যবসা সফল হতে পারে না। কেউ যদি দ্বীনের বিনিময়ে খরিদ করে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া, এ লেনদেনে তার প্রাপ্তি থাকবে শুধুই নির্মম লোকসান।'[১১১]

---

১১০. আল-ফাওয়ায়িদ : ৮৮
১১১. আল-ফাওয়ায়িদ : ৮৮

গুনাহ করার পর তাওবা করা অসুস্থ ব্যক্তির ওষুধ সেবন করার মতো। অনেক গুনাহ-আক্রান্ত রোগী তাওবার ওষুধ সেবন করে সুস্থ হয়ে গিয়েছে।[১১২]

গুনাহের প্রভাব খুবই খারাপ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে গুনাহের মাঝে যে মিষ্টতা ও স্বাদ পরিলক্ষিত হয়, অভ্যন্তরীণ তিক্ততা তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি। তা ছাড়া গুনাহের বোঝা বহন করা অবস্থায় মৃত্যু এসে গেলে তো আর রক্ষা নেই। তাই গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে, মৃত্যু কাউকে বলে কয়ে আসে না।

ভাই, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাওবা করে নেওয়ার মিথ্যে আশায় বসে থেকো না। কেননা, প্রতিটা গুনাহ একেকটা আঘাত। কোনো কোনো আঘাত তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটায়।[১১৩]

অনেক সময় একটি মৃদু আঘাতই মৃত্যুর ঘাঁটি পার করিয়ে দেয়। একটি স্বাভাবিক পদস্খলন ধ্বংসের কারণ হয়ে যেতে পারে। অনেক ছোট জখম এমন আছে, যেগুলো ভালো করার কোনো উপায় থাকে না। তাই প্রতিটা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। একান্ত কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে লজ্জিত হয়ে তাওবা করে নিতে হবে। কারণ প্রতিটা গুনাহ মারাত্মক। তোমার জানা নেই, কোন গুনাহ তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।

হাসান বসরি রহ. যখন كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (যেদিন তা তারা দেখবে, মনে করবে তারা যেন এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা ছাড়া অবস্থান করেনি।[১১৪])—এ আয়াতটি পড়তেন, তখন বলতেন, 'একটি সকাল কিংবা একটি বিকালও গুনাহের ওপর অটল থাকা বনি আদমের জন্য উচিত নয়।'[১১৫]

১১২. আল-ফাওয়ায়িদ : ৮৮
১১৩. আল-ফাওয়ায়িদ : ৫৪
১১৪. সুরা আন-নাজিআত : ৪৬
১১৫. সাজারাতুজ জাহাব : ১/১৬৫

কবি বলেন :

إِذَا أَنْتَ طَاوَعْتَ الْهَوَى قَادَكَ الْهَوَى *** إِلَى بَعْضِ مَا فِيْهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

'যদি তুমি প্রবৃত্তির দাসত্ব করো, তোমাকে এমন মরণফাঁদে নিয়ে যাবে, যেখানে ধ্বংস তোমার জন্য ওত পেতে আছে।'

গুনাহগারের প্রতি উপদেশ

জনৈক ব্যক্তি তার কৃত গুনাহের কারণে খুব মর্মপীড়ায় ভুগছিল। সে ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট এসে বলল, 'আমার জন্য তাওবার সুযোগ আছে কি না?' ইবনে মাসউদ রা. মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে দেখতে পেলেন, লোকটির দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন তিনি বললেন, 'জান্নাতের দরজা আটটি। সেগুলো কখনো খুলে দেওয়া হয়; আর কখনো বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু তাওবার দরজা এর ব্যতিক্রম। এটি সবার জন্য সব সময় উন্মুক্ত থাকে। সেখানে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে, যেন দরজাটি কখনো বন্ধ হয়ে না যায়। সুতরাং সৎকর্ম করে যাও এবং কক্ষনো নিরাশ হয়ো না।'[১১৬]

প্রিয় ভাই, আমরা সবাই পাপী, গুনাহগার। গুনাহ করার ক্ষেত্রে আমরা সকলেই সমান। কিন্তু যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং লজ্জিত হয়ে আল্লাহর সামনে অশ্রু বিসর্জন দেয়, সে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

আবু কিলাবা রহ. বর্ণনা করেন, একদা আবু দারদা রা. এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে সদ্য একটি গুনাহের কাজ করেছে। সেই গুনাহের কারণে লোকেরা তাকে তিরস্কার করছিল। আবু দারদা রা. বললেন, 'এই লোকটা যদি কোনো কূপে পড়ে যেত, তোমরা কি তাকে তুলে নিতে না?' তারা বলল, 'অবশ্যই তুলে নিতাম।' তিনি বললেন, 'তাহলে তোমাদের ভাইকে তিরস্কার করো না। বরং এই গুনাহ থেকে তোমাদের বিরত রাখার ওপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।' লোকেরা বলল, 'আমরা কি তাকে ঘৃণাও করতে পারব না?' তিনি বললেন, 'এখানে তার কর্মটিই ঘৃণার যোগ্য। যদি সে কাজটি ছেড়ে দেয়, তখন সে তোমাদেরই ভাই।'[১১৭]

---

১১৬. আল-ইহইয়া : ৪/১৬
১১৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৬৪০, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২২৫

এক ব্যক্তি খুবই ভালো ছিল। কিন্তু একদিন সে পাপকর্ম করে বসল। তখন বন্ধুরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে একঘরে করে দিল। ইবরাহিম নাখয়ি রহ. যখন খবরটি শুনলেন, তখন লোকটির বন্ধুদের ডেকে বললেন, 'যাও, তার কাছে গিয়ে তাকে বুকে টেনে নাও। তাকে এভাবে একঘরে করে দেওয়া তোমাদের মোটেই উচিত হয়নি।'[১১৮]

ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতার দাবি হলো, কোনো মুসলমান যদি গুনাহ করে ফেলে, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। এতে তার গুনাহ আরও বেড়ে যায়। বরং তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে গুনাহের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ হলো, পদস্খলনের পূর্বে হাত ধরে ফেলা অর্থাৎ পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তা থেকে বিরত রাখা।

রাজা বিন হাইওয়াহ রহ. দুজন ব্যক্তিকে নসিহত করার সময় বলেন, 'যে আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করো, তা আজই করে ফেলো। এবং যে আমল নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়াকে অপছন্দ করো, তা আজই ছেড়ে দাও।'[১১৯]

সেসব লোক কত ভাগ্যবান, যারা যথাসময়ে ভুলভ্রান্তি ও স্খলন শুধরিয়ে নেয়! অশ্রুর বান তাদেরকে নিষিদ্ধ বস্তুর কাছে পৌঁছতে দেয় না। জিহ্বাকে নীরবতার বন্দিদশায় আবদ্ধ করে রাখে, যাতে ধ্বংসকারী কোনো শব্দ মুখ দিয়ে বের না হয়। তাদের হাত অবৈধ বিষয়সমূহ থেকে কুঁকড়ে থাকে আল্লাহর ভয়ে। আত্মপর্যালোচনার প্যাঁচে আবদ্ধ থাকে তাদের পা। চলতে পারে না পাপের পথে। তারা গভীর রাতে দুহাত তুলে আল্লাহকে ডাকে। দিনের বেলায় নিষিদ্ধ স্বাদ ও সুখ বিসর্জন দিয়ে দিন কাটায়। এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক সুখ ও স্বাদের দেখা তারা পায় না। কিন্তু মৃত্যুর পরেই শুরু হয় তাদের সুখের জীবন।

প্রিয় ভাই, ইবাদতে ইখলাস বা নিষ্ঠা ছাড়া মুক্তির আশা এবং ধ্বংসকারী পাপকর্মের মাঝে ডুবে থেকে নাজাতের স্বপ্ন দেখা বাদ দাও।

---

১১৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৮৯
১১৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/২১৪

কবি বলেন :

شَمِّرْ عَسَى أَنْ يَنْفَعَ التَّشْمِيرُ *** وانْظُرْ بِفِكْرِكَ مَا إِلَيْهِ تَصِيرُ

طَوَّلْتَ آمَالاً تَكْنِفُهَا الهَوَى *** ونَسِيتَ أَنَّ العُمْرَ مِنْكَ قَصِيرُ

قَدْ أَفْصَحَتْ دُنْيَاكَ عَنْ غَدَرَاتِهَا *** وَأَتَى مَشِيبُكَ وَالمَشِيبُ نَذِيرُ

دَارٌ لَهَوْتَ بِهَا زَهْوًا مُتَمَتِّعًا *** تَرْجُوْ المُقَامَ بِهَا وَأَنْتَ تَسِيرُ

'অন্তিম সফরের জন্য প্রস্তুতি নাও, এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর। ভেবে দেখো, তোমার আসল ঠিকানা কোথায়! প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ে তোমার স্বপ্নগুলোর সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। বয়স যে ফুরিয়ে এসেছে, তা তুমি বেমালুম ভুলে বসেছ। আর কত স্বপ্ন দেখবে? প্রিয় পৃথিবী তো স্পষ্ট করে দিয়েছে তার বিশ্বাসঘাতকতা। সতর্কবাণী নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে বার্ধক্য। যার সৌন্দর্যে তুমি মজে ছিলে, স্বপ্ন দেখেছ যেখানে স্থায়ী আবাস গড়ার, সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।'[১২০]

প্রিয় ভাই আমার, আজ বাজার বসেছে। মূল্য তোমার হাতে উপস্থিত। সামানপাতিও সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। তাই আজই সওদা করে নাও। নিজের নফসের বিনিময়ে সস্তায় কিনে নাও আখিরাতের সামান। কারণ, আগামীকাল বাজার বসবে না। তখন আখিরাতের সামান ক্রয় করার কোনোই সুযোগ থাকবে না। না কম মূল্যে, না বেশি মূল্যে। সেদিনটি হবে পরস্পর ঠকানোর দিন, যেদিন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুশোচনায় নিজের হাত কামড়াবে।

প্রিয় ভাই, কবি বলেন :

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التُّقَى *** وَأَبْصَرْتَ يَوْمَ الحَشْرِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ *** وَأَنَّكَ لَمْ تُرْصِدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدَا

'তাকওয়ার পাথেয় না নিয়েই যদি পৃথিবী থেকে বিদায় নাও, হাশরের দিন দেখতে পাবে যারা পাথেয় সংগ্রহ করেছে, তাদের মর্যাদা। তখন অনুতাপে

১২০. আত-তাবসিরাহ : ১/১২০

দক্ষ হতে হবে তোমার—কেন তুমি ওদের মতো হওনি? আখিরাতের জন্য তারা যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল, তুমি কেন ওভাবে নাওনি?'[১২১]

জীবনের যত্ন কীভাবে নেব?

জীবন ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে যায়। জীবন এমন কতগুলো সময়ের সমষ্টি, যা একবার চলে গেলে দ্বিতীয়বার আসে না। জীবন থেকে একটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সেই দিন আর কখনো আসে না। একটি দিনের পর একটি রাত, একটি রাতের পর আরেকটি নতুন দিন... এভাবেই জীবনের একেকটি দিন ও একেকটি রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। বিগত দিন-রাত আর ফিরে আসে না কখনো।

ইয়াজিদ রাক্কাশি রহ. নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'আফসোস তোমার জন্য হে ইয়াজিদ! তোমার মৃত্যুর পর তোমার নামাজগুলো কে পড়ে দেবে? রোজাগুলো কে রেখে দেবে? মৃত্যুর পর তোমার প্রতি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কে চেষ্টা করবে? কেন তুমি মৃত্যুর আগে আগে নিজেই সব করে নিচ্ছ না?' অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'জীবনের সিংহভাগ সময় তো অতিবাহিত করে এসেছ। এখন বাকি জীবনটা কেঁদে কেঁদে কাটাও। মৃত্যু তোমাদের খুঁজে ফিরছে। কবর তোমাদের ঘর হওয়ার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে। মাটি তোমাদের বিছানা হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। মাটির নিচের পোকামাকড় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য কিলবিল করছে। এসবের পরে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা তো আছেই সবার জন্য। এবার তোমরাই বলো, বাকি জীবনটা আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে কাটাতে হবে, নাকি আগের মতো সেই হাসি-উল্লাসে কাটালেও চলবে?'[১২২]

মাইমুন বিন মিহরান রহ. তার মজলিসের বৃদ্ধ লোকদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হে বৃদ্ধ সম্প্রদায়, ফসল যখন পেকে যায়, তখন কীসের অপেক্ষায় থাকেন? তারা উত্তর দিলেন, 'কেটে ফেলার অপেক্ষায় থাকি।' অতঃপর যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'হে যুবকসমাজ, অনেক সময় ফসল পাকার পূর্বেই তা নষ্ট হয়ে যায়।'

---

১২১. আল-ফাওয়ায়িদ : ৬৪

১২২. আত-তাজকিরাহ, কুরতুবি : ১০

প্রিয় ভাই আমার, জলদি মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও। জীবন ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। কবি বলেন :

وَمَا مَاضِيْ الشَّبَابِ بِمُسْتَرَدٍّ *** وَلَا يَوْمٌ يَمُرّ بِمُسْتَعادِ

'বিগত যৌবন প্রত্যাবর্তন করবে না আর, চলে যাওয়া দিন পুনরায় আসবে না ফিরে।'

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন :

دَعْ عنكَ ما قد فَاتَ في زمنِ الصِّبا *** واذكُر ذنوبَكَ وابكِها يا مُذنبُ

واخْشَ مُنَاقَشَةَ الحِسابِ فإنَّهُ *** لَابُدَّ مُحْصٍ مَا جَنَيْتَ وَيُكْتَبُ

لم ينسَهُ الملَكانِ حينَ نسيتَهُ *** بَلْ أثبتاهُ وأنتَ لاهٍ تلعبُ

'ওহে পাপাচারী, শৈশবের হারানো দিনগুলোর কথা ভুলে যাও, আজ অশ্রু ঝরাও অতীতের কৃত গুনাহের অনুশোচনায়। শেষ বিচারের হিসাবকে ভয় করো, নিঃশেষে তোমার সব অপরাধ উঠে আসবে সেথায়। তুমি ভুলে গেলেও কাঁধের ফেরেশতাদ্বয় তা মনে রেখেছেন। যখন তুমি হেলায় ফেলায় গা ভাসিয়েছিলে, তখনই তারা টুকে নিয়েছেন হিসাবের খাতায়।'[১২৩]

ভাই, পরিণাম ভেবে যারা কাজ করে, তারাই বুদ্ধিমান। স্থূলবুদ্ধির লোকেরা বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে কাজ করে। এই কাজের পরিণাম কী হতে পারে, তা ভেবে দেখে না। চোরের সামনে কেবল মালপ্রাপ্তির সুখানুভূতি ভাসে, এরপরে যে তার হাত কেটে ফেলা হবে, তা তার মাথায় আসে না। অকর্মণ্য লোক কেবল বিশ্রাম ও অবসরের সুখকে দেখতে পায়; এর ফলস্বরূপ সে যে ইলম অর্জন ও সম্পদ উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে, তা সে ভেবে দেখে না। সে ভেবে দেখে না, যখন সে বড় হবে, তখন মানুষ তাকে বড় জ্ঞানী মনে করে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করবে; তখন তাদের উত্তর দিতে না পেরে তাকে লাঞ্ছিত হতে হবে। অকর্মণ্য লোক একসময় বেকার থাকার ওপর আফসোস করে মাথার চুল ছিঁড়ে, কিন্তু তখন তার করার কিছুই থাকে না।

---

১২৩. দিওয়ানুল ইমামিশ শাফিয়ি : ৪৭

সুতরাং যদি তুমি বুদ্ধিমান হও, তাহলে দুনিয়ার ক্ষণিকের সুখকে প্রাধান্য দিয়ে আখিরাতের স্থায়ী সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে যেয়ো না। দুনিয়ার কষ্টের ওপর ধৈর্য ধরো, পরিণামে স্থায়ী শান্তি অর্জিত হবে।[১২৪]

আব্দুল আজিজ বিন আবু রাওয়াদ রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে উপদেশ গ্রহণ না করে, দুনিয়ার আর কোনো কিছু থেকে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। বিষয় তিনটি হলো : ইসলাম, কুরআন ও বার্ধক্য।'[১২৫]

আবু আব্দুল্লাহ আল-কারশি রহ. বলেন, 'খোঁড়া ও ভগ্ন পা নিয়ে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হও। সুস্থতার অপেক্ষায় থেকো না। কেননা, সুস্থতার অপেক্ষায় বসে থাকাও এক প্রকার বেকারত্ব।'[১২৬]

জনৈক সালাফ বলেন, 'অধিকাংশ মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। দুনিয়াতে বৃদ্ধলোকের সংখ্যালঘিষ্ঠতা এ কথার প্রমাণ।' সুতরাং হে ভাই, সব সময় শঙ্কিত থাকো, প্রস্তুত থাকো; যেন পাথেয় ছাড়া পাড়ি দিতে না হয় কবরের পথে।

হে ভাই, প্রতিটা কদম হিসাব করে ফেলো, যেমনটি মুহাম্মাদ বিন ফুজাইল রহ. করতেন। তিনি বলেন, 'চল্লিশ বছর পর্যন্ত একটা কদমও আমি আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে ফেলিনি।'[১২৭]

খারিজা বিন মুসআব রহ. বলেন, 'আমি চব্বিশ বছর যাবৎ আব্দুল্লাহ বিন আওফ রহ.-এর সুহবতে ছিলাম। আমার জানামতে, ওই সময়ে তাঁর কোনো গুনাহ ফেরেশতাদের লিখতে হয়নি।'[১২৮]

প্রিয় ভাই, আজ সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

আমাদের দিনগুলো আপন গতিতে বিরামহীনভাবে চলে যাচ্ছে। সময় যত গড়াচ্ছে, আমাদের হায়াতও তত কমে আসছে। অথচ আমরা এখনো

---

১২৪. সাইদুল খাতির : ৬১৩
১২৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২২৯
১২৬. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান : ৪/৩০৬
১২৭. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৯৩০
১২৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৩৭

গাফিলতির চাদর জড়িয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছি। তাওবা করার কথা ভাবনাতেই আনছি না। মিথ্যে আশার ধূসর মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছি নিরন্তর। গতকাল যে অবস্থা ছিল, আজকের অবস্থাও ঠিক তাই। অথচ আবু সুলাইমান আদ-দারানি রহ. বলেন, 'যার আজকের দিন হুবহু গতকালের মতো (আমলে কোনো উন্নতি হয়নি), সে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।'

যথার্থই বলেছেন তিনি। সে গতকাল মৃত্যুর যতটুকু নিকটে ছিল, আজ আরও কাছে চলে এসেছে। তাই আজ মৃত্যুর প্রস্তুতি বেশি নেওয়ার কথা। কিন্তু পূর্বের মতোই সে অলস বসে আছে। সময়ের সদ্ব্যবহার করছে না। সে ক্ষতিগ্রস্ত নয়, তো কে?

আতা আস-সুলাইমি রহ.-এর ইবাদতের আধিক্য দেখে স্বজনরা তাঁকে বলল, 'এভাবে ইবাদত করলে তো স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে?' তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে ইবাদত কমিয়ে দিতে বলছ? অথচ মৃত্যু ক্রমেই আমার কাছে চলে আসছে, কবর আমাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে, জাহান্নাম হা করে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে, আর আমি জানি না, আল্লাহ তাআলা আমার ব্যাপারে কী ফয়সালা করবেন?'[১২৯]

সাইদ বিন জুবাইর রহ. বলেন, 'মুসলমানের জীবনের প্রতিটি দিন তার জন্য গনিমতস্বরূপ। প্রতিদিন নামাজ, দুআ ও যথাসম্ভব জিকিরের মাধ্যমে তার সদ্ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।'[১৩০]

মাইমুন বিন মিহরান রহ. বলেন, 'দুনিয়াতে কেবল দুই ব্যক্তির জন্য কল্যাণ রয়েছে : ১. যে ব্যক্তি তাওবা করে। ২. যে ব্যক্তি প্রতিদিন নেক আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।'[১৩১]

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন, 'জাহান্নামে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে দেখলাম, গুনাহই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। অতঃপর গুনাহ সম্পর্কে গবেষণা করলাম। দেখলাম, স্বাদ, আসক্তি, উপভোগ ইত্যাদি বিষয়ের মাঝেই

---

১২৯. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ২২৮
১৩০. আস-সিয়ার : ৪/৩২৬
১৩১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/৮৩

গুনাহ লুকিয়ে আছে। আরেকটু গভীরে গিয়ে দেখতে পেলাম, গুনাহের স্বাদ, সুখ, উপভোগ—আসলে সবই ধোঁকা। ভয়ংকর প্রতারণা। বাইরে সুখ ও স্বাদের প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে নোংরা ও তিক্ততায় ভরা। বাইরে সুখের আবরণ দেখে মানুষ তাতে প্রবেশ করে, কিন্তু বের হয় অসহনীয় তিক্ত স্বাদ নিয়ে। সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান এমন নোংরা ও বিস্বাদ বস্তুর দ্বারা জাহান্নামের মতো শাস্তির স্থান কী করে বেছে নিতে পারে? স্বীকার করছি, কিছু সুখ ও মজাও অবশ্য আছে গুনাহের মধ্যে, কিন্তু তা এত বেশি নয় যে, তার বিনিময়ে আখিরাতের স্থায়ী শান্তি বিক্রি করে দেওয়া যায়।'[১৩২]

কবি বলেন :

وَلا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ *** مِنَ اللهِ فِي دَارِ الْمُقَامِ نَصِيبُ

فَإِنْ تُعْجِبِ الدُّنْيَا رِجَالاً فَإِنَّهُ *** مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَالُ قَرِيبُ

'আখিরাতে যে পাবে না চিরসুখের জান্নাত, তার দুনিয়াদারিতে কল্যাণের ছিটেফোঁটাও নেই। দুনিয়া কিছু লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, অথচ তা ক্ষণিকের উপভোগ মাত্র, অচিরেই যা ধ্বংস হবে।'

রিয়াহ আল-কাইস রহ. বলেন, 'আমি চল্লিশের কয়েকটি বেশি গুনাহ করেছি এবং প্রতিটি গুনাহের জন্য এক লক্ষ বার করে ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছি।'[১৩৩]

সালাফের গুনাহ হাতে গণনা করা যেত, তবুও তাদের কেমন ভয় ছিল। আর আমাদের গুনাহ অগণিত, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তাই নেই! সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

আবু ইসহাক কারশি রহ. বলেন, 'আমার ভাই মক্কা থেকে আমাকে চিঠি লিখলেন, "ভাই আমার, জীবনের সিংহভাগ তুমি দুনিয়ার জন্য ব্যয় করেছ। জীবনের সামান্য অংশ এখন বাকি আছে। অন্তত সেটাকে আখিরাতের জন্য ব্যয় করো।"'[১৩৪]

---

১৩২. সাইদুল খাতির : ৫৫৩
১৩৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৬৮
১৩৪. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ১৭৫

সারয়ি রহ. বলেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়, আমার মতো বুড়ো হয়ে যাওয়ার পূর্বেই আখিরাতের জন্য সম্বল জোগাড় করে নাও। এ বয়সে এলে আমার মতো দুর্বল ও আমল করতে অক্ষম হয়ে পড়বে।' অথচ সে সময় আমলের ময়দানে যুবকদের হারিয়ে দিতেন তিনি।

আলা বিন জিয়াদ রহ. বলতেন, 'তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের সময় দিয়েছেন, যেন তোমরা ভালো হয়ে যেতে পারো। সুতরাং তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করে বাকি জীবনটা কাটাও।'

সত্যিই তো, আল্লাহ তাআলা আমাদের সুযোগ দিচ্ছেন। তিনি আমাদের জীবনকে যথেষ্ট দীর্ঘ করেছেন এবং তাওবার দরজা উন্মুক্ত করে রেখেছেন। আর কী চাই আমাদের? এত সুযোগ পেয়েও যদি তার সদ্ব্যবহার না করি, তাওবা করে পুণ্যের পথে ফিরে না আসি এবং উত্তম আমল না করি, তখন আমাদের চেয়ে কপালপোড়া আর কে হতে পারে?

কবি বলেন :

تَصِلُ الذُّنُوبَ إِلَى الذُّنُوبِ وَتَرْتَجِي *** دَرْجَ الجِنَانِ وَطِيْبَ عَيْشِ العَابِدِ

وَنَسِيتَ أَنَّ اللهَ أَخْرَجَ آدَمَ *** مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدِ

'গুনাহের পর গুনাহ করে যাচ্ছ, অথচ অলীক স্বপ্ন দেখছ জান্নাতের সুউচ্চ ইমারত ও ইবাদতগুজারদের সুখময় জীবনের। তুমি যে ভুলে গেছ, আদম আ.-কে জান্নাত থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সামান্য একটি ভুলের কারণেই!'[১৩৫]

আমরা কত অদ্ভুত! কত বোকা! নিজেদের জাগতিক প্রয়োজনসমূহ আল্লাহর কাছে চাই, কিন্তু গুনাহসমূহ ক্ষমা চাইতে ভুলে যাই। কয়েকটি বছর নিয়ে গঠিত পার্থিব জীবনকে উন্নত করতে কত চেষ্টা-মেহনত করি, কিন্তু চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনের ব্যাপারে উদাসীন থাকি। জনৈক ব্যক্তি আবু হাজিম রহ.-কে বলল, 'আমাকে নসিহত করুন।' তিনি বললেন, 'যে কর্মের ওপর

১৩৫. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৪২

তোমার মৃত্যু আসাকে তুমি গনিমত মনে করো, সেটাকে আঁকড়ে ধরো; আর যে কর্মের ওপর মৃত্যু আসাকে বিপদ মনে করো, সেটা ছেড়ে দাও।'[১৩৬]

হাসান রহ. আমাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'মুমিন বান্দা শঙ্কিত অবস্থায় সকালে উপনীত হয়। তার ভেতর দুটি গুনাহের ভয় কাজ করে। একটি বিগত সময়ের গুনাহ, যার ব্যাপারে সে জানে না যে, তার শাস্তি কী হতে পারে। দ্বিতীয়টি সামনের সময়ের গুনাহ, অর্থাৎ ভবিষ্যতে তার আমলনামায় কী কী গুনাহ লিপিবদ্ধ হবে, সে ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে।'

তিনি বলেন, 'বনি আদম তিনটা আফসোস নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। ১. যা অর্জন করেছিল, তা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেনি। ২. যা যা আশা করেছিল, তার সবগুলো পূরণ হয়নি। ৩. আখিরাতের জন্য উত্তম পাথেয় সংগ্রহ করতে পারেনি।'[১৩৭]

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন, 'দুনিয়াটা একটি যুদ্ধক্ষেত্র। সকল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধের সারিতে। শয়তান হলো এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ। সে মানুষদের লক্ষ্য করে একের পর এক ছুড়ে যায় আসক্তির তির। সুখ ও স্বাদের তরবারি দিয়ে আঘাত করে যায় নিরন্তর। যারা আসক্তি ও স্বাদে মজে যায়, তারা হয় ভূপাতিত, পরাজিত। কিন্তু মুত্তাকিরা যুদ্ধে অটল ও অবিচল থাকে। আসক্তি ও স্বাদের আঘাত তাদের ঘায়েল করতে পারে না। অবশ্য মাঝেমধ্যে আহত হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসা করে ভালো হয়ে যায়। কিন্তু কখনো চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে না। প্রকৃত মুত্তাকি মুজাহিদগণ এ যুদ্ধে সামান্য আহত হওয়াকেও মর্যাদাহানি মনে করে, তাই খুব সতর্ক হয়ে যুদ্ধ করে তারা।'[১৩৮]

প্রিয় ভাই, এ দুনিয়ায় কোন বিষয়কে তুমি বেশি গুরুত্ব দাও? তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা কী? তুচ্ছ দুনিয়া অর্জন, নাকি আখিরাতে জান্নাতলাভ—যার প্রশস্ততা সপ্ত আসমান ও সপ্ত জমিনের সমান? কোনো বিষয়ের প্রতি তুমি যে গুরুত্ব দাও, তা কি দুনিয়ার জন্য, না আখিরাতের জন্য? সব বিষয় খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা করো। অতঃপর যা তোমার জন্য উপকারী নয়, তা

---

১৩৬. আল-ইহইয়া : ৪/২৮
১৩৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/২৭২
১৩৮. সাইদুল খাতির : ২৫৭

বর্জন করো। অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করে। জুনাইদ বিন মুহাম্মাদ রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আলামত হলো, সে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।'[১৩৯]

সুতরাং হে ভাই, দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্য যেন তোমাকে আখিরাতের কাজ থেকে ব্যস্ত করে রাখতে না পারে।

কবি বলেন :

نسيرُ إلى الآجالِ في كُلِّ لَحظةٍ *** وأَعمارُنا تُطوَى وهُنَّ مَراحلُ

وَلَمْ أَرَ مِثْلَ المَوْتِ حَقًّا كَأَنَّهُ *** إِذَا مَا تَخَطَّتْهُ الأَمَانِيُّ بَاطِلُ

ومَا أَقبَحَ التَّفْرِيطُ فِيْ زمَنِ الصِّبَا *** فَكَيْفَ وَالشَّيْبُ لِلرَّأسِ شَاغِلُ؟

فارحل مِن الدنيا بزادٍ مِن التُّقَى *** فعُمْرُكَ أيـامٌ وهُنَّ قلائـــلُ

'প্রতি মুহূর্তে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি মৃত্যুর দিকে। পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে দিনগুলো—যেন জীবনসফরের একেকটি মারহালা। মৃত্যুর মতো মহাসত্য আর নেই, অগণিত স্বপ্ন-আশার ভিড়ে তাও আমাদের নিকট অবাস্তব! যৌবনকালে উদাসীন থাকা কী জঘন্য! শুভ্রতা যখন চুল-দাড়িতে জেঁকে বসবে তখন কী হবে? দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করে নাও তাকওয়ার পাথেয়। কারণ, জীবন তোমার অল্প কটি দিনের সমষ্টি!'

মানুষ কখন সৃষ্টির সেরা জীব?

'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব'—কথাটি ব্যাপকভাবে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং মানুষ যখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে, তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে, তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর প্রাধান্য দেয়—তখনই সে সৃষ্টির সেরা জীব। আর যদি আল্লাহর কাছ থেকে দূরে থাকে এবং তাঁর বিধিনিষেধের থোড়াই কেয়ার করে স্বীয় প্রবৃত্তির ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তখন সে

১৩৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৪১৭

হয় সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট জীব। কারণ, মানুষ যখন আল্লাহর নিকটে থাকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে নিজের মনের ইচ্ছার ওপর অগ্রাধিকার দেয়, তখন তার কলব, বিবেক ও ইমান প্রবৃত্তি ও শয়তানের ওপর হুকুম চালায়। তার হিদায়াত গোমরাহির ওপর বিজয়ী থাকে। আর যদি আল্লাহর কাছ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের ইচ্ছাকে তাঁর বিধানের ওপর প্রাধান্য দেয়, তখন তার বিবেক, কলব ও হিদায়াতের ওপর প্রবৃত্তি ও শয়তান রাজত্ব করে।[১৪০]

মাসরুক বিন আজদা' রহ. বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এমন কিছু মজলিস থাকা চাই, যেখানে সে একাকী বসে নিজের গুনাহ স্মরণ করবে এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।'[১৪১]

ইমাম ইবনে আবি জি'ব রহ.-সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যে, তাকে যদি বলা হতো, 'আগামীকাল কিয়ামত সংঘটিত হবে', তখন অতিরিক্ত করার মতো কোনো ইবাদত থাকত না।[১৪২]

মানুষের বিষয়টা সত্যিই খুব আশ্চর্যজনক। অনেক সময় মনে হয়, তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি সব হাওয়া হয়ে গিয়েছে। কারণ, যখন তারা নসিহত শ্রবণ করে এবং তাদের সামনে আখিরাতের আলোচনা করা হয়, তখন নসিহতকারীর সত্যায়ন করে এবং নিজেদের অবহেলা ও শিথিলতার ওপর অনুশোচনা করে চোখের পানি ঝরায়। সামনে শুধরে যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করা শুরু করে দেয়।

তাকে যখন বলা হয়, 'যার ব্যাপারে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, সে বিষয়ে তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে?' তখন সে বলে, 'কী যে বলো, সন্দেহ থাকবে কেন?' তখন তাকে বলা হয়, 'তাহলে সে অনুযায়ী আমল করছ না কেন?।' তখন সে আমল করার পাক্কা নিয়ত করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার আগের মতো হয়ে যায়। আমল থেকে অব্যাহতি নেয়। অনেক সময় তো নিষিদ্ধ সুখ ও স্বাদের দিকে ধাবিত হয়ে যায়। অথচ সে জানে, এটা নিষিদ্ধ।[১৪৩]

---

১৪০. আল-ফাওয়ায়িদ : ২২৫
১৪১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৬
১৪২. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৯১
১৪৩. সাইদুল খাতির : ৪৬১

আবু দারদা রা. বলেন, 'পরিপূর্ণ তাকওয়া হলো, বান্দা পরমাণুসম গুনাহের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করা।'[১৪৪]

প্রিয় তাওবাকারী ভাই, গুনাহ থেকে খুব বেঁচে থাকো। কারণ, গুনাহের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। গুনাহ তার কর্তাকে সব সময় অধঃপতনের মধ্যে রাখে। অনেক সময় তীব্র দারিদ্র্য, দুনিয়া না পাওয়ার আফসোস ও যারা দুনিয়া অর্জন করেছে, তাদের প্রতি হিংসার যন্ত্রণা গুনাহের কারণে বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং হে ভাই, সব সময় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। বিশেষ করে নির্জনতা ও একাকিত্বের সময় গুনাহ করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, নির্জন মুহূর্তে গুনাহ করা মানে আল্লাহর চোখে চোখ রেখে তাঁর নাফরমানি করা। এর কারণে বান্দার প্রতি আল্লাহ খুব রুষ্ট হন। পক্ষান্তরে, নির্জন অবস্থায় নিজেকে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখলে আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যে পরিচ্ছন্ন থাকার তাওফিক দেন।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি সব সময় তাওবাও করতে হবে। তাওবা গুনাহের শাস্তিকে রহিত করে দেয়। আল্লাহ তাআলা সাধারণত বান্দার গুনাহসমূহকে গোপন রাখেন। শাস্তি কার্যকর করতেও বিলম্ব করেন। এতে ধোঁকা খেয়ো না। বরং সর্বদা কেঁদেকেটে তাঁর নিকট গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।[১৪৫]

তাওবার স্বরূপ

তাওবার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা তাওবার নির্দেশ দিয়েছেন—

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[১৪৬]

---

১৪৪. জামিউল উলুম : ১৯২
১৪৫. সাইদুল খাতির : ২৬৪
১৪৬. সুরা আন-নুর : ৩১

সত্য দিলে যারা তাওবা করে, তাদের তাওবা আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল করেন। কারণ, তাদের অশ্রু সত্য, অন্তর কদর্যতামুক্ত এবং তারা কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, যেদিন অন্তর ও চক্ষু পরিবর্তন হয়ে যাবে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, 'তাওবাকারীদের সাথে ওঠাবসা করো। কারণ, তাদের অন্তর কোমল হয়ে থাকে।'[১৪৭]

কথিত আছে, ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন। একটি মেয়েকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। একরাতে দেওয়াল টপকিয়ে মেয়েটির কাছে যাওয়ার সময় শুনতে পেলেন, জনৈক কারি মনকাড়া সুরে তিলাওয়াত করছেন—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ (যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?[১৪৮]) তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'অবশ্যই, আমার হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় এসে গেছে।' অতঃপর তিনি তাওবা করে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে এলেন। আজীবন তিনি তাওবার ওপর অটল ছিলেন। ফলে একসময়ের ভয়ংকর ডাকাত ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেন বিজ্ঞ আলিম, দুনিয়াবিমুখ বুজুর্গ ও ইবাদতকারী হিসেবে। হাজার হাজার মানুষ হিদায়াতের দিশা পেয়েছে তাঁর কথা ও কর্মে।[১৪৯]

কবি বলেন :

خلِّ الذنوبَ صغيرها *** وَكَبِيْرَهَا ذَاكَ التُّقَى

واصْنَعْ كَمَاشٍ فوقَ أرْضِ *** الشوكِ يحذرُ ما يَرَى

لا تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً *** إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

'বড় হোক বা ছোট, মুত্তাকি হতে হলে সব গুনাহ ছাড়তে হবে। কণ্টকাকীর্ণ পথে চলা সতর্ক পথিকের মতোই চলতে হবে তোমাকে।

১৪৭. আল-ইহইয়া : ৪/১৬

১৪৮. সুরা আল-হাদিদ : ১৬

১৪৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/২২৬

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহকেও তুচ্ছ মনে কোরো না। কেননা, ছোট ছোট পাথরকণা মিলেই গঠিত হয় পর্বতমালা।'[১৫০]

ইবরাহিম বিন বাশশার রহ. বলেন, 'আমি ইবরাহিম বিন আদহাম রহ.-কে বললাম, "আপনার হিদায়াতের সূচনা কীভাবে হয়েছে, আমাকে একটু বলুন।" তিনি বললেন, "তা শুনে তোমার কী লাভ?" আমি বললাম, "আপনি বলুন, হয়তো এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমার কোনো উপকার করবেন।" তিনি বললেন, "আমি রাজবংশের ছেলে ছিলাম। শিকার করে বেড়ানো ছিল আমার প্রধান শখ। একদিন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শিকারে বের হলাম। অরণ্যের সবুজ বুক মাড়িয়ে ঢুকে পড়লাম গভীর জঙ্গলে। একটি শিয়াল কি খরগোশ চট করে পালিয়ে গেল সামনে থেকে। ঘোড়াকে সেদিকে ফেরানোর জন্য লাগামে হাত দিতেই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "তোমাকে এই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি এবং এই কাজের জন্য তুমি আদিষ্ট নও।" চকিতে পেছনে ফিরে তাকালাম। কই, কেউ তো নেই! নিশ্চয় ইবলিসের শয়তানি। আল্লাহ তার ওপর অভিসম্পাত করুন। অতঃপর ঘোড়াকে সামনে চলতে তাগাদা দিলাম। কিন্তু কণ্ঠটি আবার কানে ভেসে এল—"হে ইবরাহিম, তোমাকে এই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাকে ভিন্ন কিছুর আদেশ দেওয়া হয়েছে।"এবার প্রথমবারের চেয়ে জোরালো শোনাল কণ্ঠটি। এবারও পেছনে কাউকে দেখতে পেলাম না। ইবলিসের বাচ্চা! আল্লাহ তোর ওপর লানত করুন! হঠাৎ খেয়াল করলাম আওয়াজটি আমারই ঘোড়ার জিনের বাঁকা অংশটি থেকে আসছে! তখন আমি বুঝে গেলাম, আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে সতর্ক করা হচ্ছে। সেই মুহূর্তে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আল্লাহর কসম, আজ থেকে যতদিন আল্লাহ তাওফিক দেন, কোনোদিন তাঁর নাফরমানি করব না। এরপর ঘরে ফিরে আসলাম। ঘোড়াটাকে সেখানে রেখে আব্বার চাকরদের নিকট গেলাম। তাদের থেকে একটি চাদরের জুব্বা নিয়ে আমার কাপড়-চোপড় তাদের দিয়ে দিলাম। অতঃপর ইরাক চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে অনেক দিন যাবৎ নেক আমল ও আধ্যাত্মিক সাধনার মেহনত করলাম। সে সময়ে হালাল ব্যতীত অন্য কোনো খাবার আমি স্পর্শ করিনি। অতঃপর একদিন বলা হলো, "এবার তোমাকে শামে যেতে হবে।"'

---

১৫০. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৯২

কবি বলেন :

فِي الذَّاهِبِينَ الأَوَّلِ *** ينَ مِنَ الْقُرُونِ لَنَا بَصَائِرُ

لَمَّا رَأَيْتُ مَوَارِدًا *** لِلْمَوْتِ لَيْسَ لَهَا مَصَادِرُ

وَرَأَيْتُ قَوْمِي نَحْوَهَا *** يَسْعَي الأَكَابِرُ وَالأَصَاغِرُ

لَا يَرْجِعُ المَاضِيْ إِلَي *** وَلَا مِنَ البَاقِيْنَ غَابِرُ

أَيْقَنْتُ أَنِّي لا مَحَا *** لَةَ حَيْثُ صَارَ الْقَوْمُ صَائِرُ

'যুগে যুগে বিলুপ্ত হওয়া অনেক সম্প্রদায়ের ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়। আমি দেখতে পাই এমন অজস্র মৃত্যুফাঁদ, যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। আমার সম্প্রদায়েরও ছোট-বড় সকলেই একই পথে ছুটে চলেছে। যারা চলে গেছে, তারা আর কখনো আসবে না ফিরে। যারা বাকি আছে, তাদেরও কোনো স্থায়িত্ব নেই। এসব দেখে আমার বিশ্বাস জন্মে গেছে, আমাকেও একদিন তাদের পরিণতি বরণ করতে হবে।'[১৫১]

সালাম বিন আবি মুতি' রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে যেসব দুনিয়াবি নিয়ামত দান করেছেন, সেগুলোর ওপর যে পরিমাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি কৃতজ্ঞতা দ্বীনি নিয়ামতের ওপর প্রকাশ করা আবশ্যক।'[১৫২]

আয়িশা রা. বলেন, 'কম গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে সুখকর আর কিছু নেই। যে ব্যক্তি ফজিলতের ক্ষেত্রে অক্লান্ত আমলকারীর চেয়েও এগিয়ে যেতে চায়, সে যেন নিজেকে অধিক গুনাহ থেকে বিরত রাখে।'[১৫৩]

প্রিয় ভাই আমার, তোমাকে সত্য পথের ওপর অবিচল ও অটল থাকতে হবে—যে পথ তাকওয়ার পথ। জনৈক কবি বলেন :

---

১৫১. তারিখু বাগদাদ : ২/২৮১
১৫২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/১৮৮
১৫৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩২

واتَّقِ اللهَ فتقوى الله ما
جاورتْ قلبَ امرئٍ إلا وَصَلْ
ليسَ مَنْ يقطعُ طُرقاً بَطلاً
إنما مَنْ يتَّقي اللهَ البَطَلْ

'তাকওয়া অবলম্বন করো, যে তাকওয়া হাসিল করতে পারে সেই সফল। সে বীর নয়, যে অন্যের ধনসম্পদ লুট করে। প্রকৃত বীর তো সে, যার মাঝে আছে আল্লাহভীতি।'

হাসান রহ. বলতেন, 'আমরা হেসেখেলে জীবন কাটাচ্ছি, অথচ এমনও হতে পারে যে, আমাদের কিছু মন্দ আমলের কারণে আল্লাহ খুব রাগান্বিত হয়ে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, "আমি তোমাদের কোনো আমল কবুল করব না।"'[১৫৪]

দুনিয়ার পুরোটাই ধোঁকা। তার সৌন্দর্যে মজিয়ে রেখে তোমাকে সে আখিরাতের ফিকির থেকে গাফিল করে রেখেছে। 'দুনিয়া কা মজা ল্যা লও, দুনিয়া তোমহারি হ্যায়...' প্রতারণার এ মন্ত্রে তোমাকে বশ করে নিয়েছে সে। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন তোমার অগোচরে চলে আসবে মৃত্যু। তখন কিছুই করার থাকবে না। সাধের দুনিয়াও রহস্যময় হাসি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে সেদিন।

কবি বলেন :

فَلا تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيا وَزِينَتُها *** وانْظُرْ إلى فِعْلِها في الأَهْلِ والوَطَنِ

وانْظُرْ إلى مَنْ حَوَى الدُّنْيا بِأَجْمَعِها *** هَلْ رَاحَ مِنْها بِغَيْرِ الحَنْطِ والكَفَنِ

'দুনিয়া ও তার চাকচিক্যে প্রবঞ্চিত হয়ো না। তোমার পূর্বের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে তার নির্মম ব্যবহার দেখো। সেই লোকটির দিকে তাকাও, যে দুনিয়ার সব সম্পদ অর্জন করেছে, কিন্তু যাওয়ার কালে সে হানুত সুগন্ধি ও কাফনের কাপড় ব্যতীত কিছুই সঙ্গে নিতে পারেনি।'[১৫৫]

---

১৫৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৩৩
১৫৫. মাওয়ারিদুজ জামআন : ৩/৪৯২

ভাই, হাসান রহ.-এর কথাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। তিনি বলেন, 'মুমিন হলো ওই ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, তা-ই হবে। মুমিন সৎকর্মশীল হয় এবং আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। পাহাড়সম সম্পদও যদি সে আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তবুও নিশ্চিন্ত হয় না যে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সে মুক্তি পাবে। তার আমল যত বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর প্রতি ভয়ও তত বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মুনাফিক বলে, "কত মানুষকেই তো আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাদের সাথে আমাকেও অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। কিয়ামতের দিন আমাকে তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না।"—এ বলে সে একনাগাড়ে খারাপ কর্ম করে যায়; আর আল্লাহর রহমতের দিবাস্বপ্ন দেখে।'[১৫৬]

রাবি বিন খুসাইম রহ. তার ছাত্রদের বললেন, 'তোমরা কি রোগ, ওষুধ ও আরোগ্য—এগুলো সম্পর্কে জানো?' তারা বলল, 'জানি না।' তিনি বললেন, 'রোগ হলো গুনাহ; ওষুধ হলো ইসতিগফার এবং আরোগ্য হলো তাওবা করার পর পুনরায় গুনাহ না করা।'[১৫৭]

প্রিয় ভাই আমার, নফসের জিহাদের জন্যও অস্ত্র লাগে। এর অস্ত্র হলো : সবর, অধ্যবসায়, ভীতি, শঙ্কা, আশা ইত্যাদি। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদে জয়লাভ করার জন্য কবিরা ও সগিরা—সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ছোট বা দুর্বল মনে করে সগিরা গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করলে নির্ঘাত ধরা হবে।

আমর বিন মুররাহ রহ. বলেন, 'একটি মেয়ের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ল। মেয়েটি দেখতে ভীষণ সুন্দরী ছিল। একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে মন চাইছিল, কিন্তু আমি মনের বিরুদ্ধে গিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। আমি আশা করি, এভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়াটা আমার জন্য কাফফারা হবে।'[১৫৮]

ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!? তারা সুন্দরী মেয়েদের দেখলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু আমরা দৃষ্টির লাগাম ছেড়ে দিই, যেন খুঁজে খুঁজে সুন্দরী মেয়েদের ওপর গিয়ে পড়ে। আমরা দৃষ্টিকে সংযত রাখি না। অথচ

---

১৫৬. আস-সিয়ার : ৪/৫৮৬
১৫৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১০৮
১৫৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১০৬

দৃষ্টিকে সংযত রাখা আল্লাহর নির্দেশ। আফসোস, আমাদের অন্তরে আজ আল্লাহর ভয় নেই!

কবি বলেন :

تفنَى اللذاذةُ ممَّنْ نالَ صفوتَها *** منَ الحرامِ، ويبقى الإثمُ والعارُ

تَبقى عَواقِبُ سُوءٍ في مَغَبَّتِها *** لا خيرَ في لَذَّةٍ مِن بَعدِها النارُ

'নিষিদ্ধ সুখ যতক্ষণ উপভোগ করা হয়, ততক্ষণই শুধু অনুভূত হয়। কিন্তু গুনাহ ও লজ্জা থেকে যায় চিরকাল। ফলস্বরূপ অপেক্ষা করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি। যে সুখের পরিণতি জাহান্নামের আগুন, সে সুখ কল্যাণকর নয়।'

আবু হাজিম সালামা বিন দিনার রহ. বলেন, 'যে আমলটি তোমার সাথে আখিরাতে থাকাকে তুমি পছন্দ করো, তা আজই পাঠিয়ে দাও। আর যে কর্মটি তোমার সাথে আখিরাতে থাকাকে তুমি অপছন্দ করো, তা আজই পরিত্যাগ করো।'[১৫৯]

প্রিয় মুসলিম ভাই,

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ *** خَلَوْتُ ولـكِنْ قُل عليَّ رَقِيبُ

وَلَا تحسَبَنَّ اللهَ يُغفِل ما مَضَى *** وَلَا أَنَّ مَا تُخْفِيْ عليْه يَغِيبُ

لَهَوْنَا عَنِ الأَيَّامِ حتّى تَتَابَعتْ *** ذُنُوبٌ عَلَى آثارِهِنَّ ذُنُوبُ

'নিঃসঙ্গ হলে ধোঁকা খেয়ো না, ভেবো না তুমি একা; আল্লাহ তোমাকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করছেন! মনে করো না ক্ষণিকের জন্যও তিনি গাফিল হন; বরং যা তুমি গোপন করছ, তা তাঁর অগোচরে নয়। হেলায় ফেলায় কাটিয়ে দিচ্ছি আমরা দিনগুলো, একের পর এক গুনাহ জমছে—ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ পাপের বোঝা।'

---

১৫৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৩৮

মালিক বিন দিনার রহ. একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন—

'আরব্য গ্রামের কনকনে শীতের সকাল। কুয়াশার শুভ্রতা গোটা পরিবেশটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। তাকে ভেদ করে সকালের দুর্বল সূর্যরশ্মি পৌঁছতে পারেনি ভূপৃষ্ঠে। অদূরে আবছা দেখতে পেলাম, এক যুবক কেবল দুটি ফিনফিনে পাতলা কাপড় গায়ে গমগম করে হেঁটে যাচ্ছে কুয়াশার বুক চিরে। তার চোখে-মুখে দুআ কবুল হওয়ার আনন্দ ঝিলিক মারছে। কাছে চলে আসলে যুবকটিকে চিনতে পারলাম আমি। গতবছর বসরায় তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন তার ধন-ঐশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্ণ ছিল। তার এ অবস্থা দেখে আমার কান্না চলে আসলো। আমাকে চিনতে পেরে সেও কেঁদে দিল। সালাম দিয়ে বলল, "মালিক বিন দিনার, যে গোলাম তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে, তার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?" তার কথায় আমার কান্নার বেগ বেড়ে গেল। বললাম, "গোটা বিশ্বের মালিক তিনি, সকল মানুষ তাঁর বান্দা। কেউ তার থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে?" সে বলল, "হে মালিক, একদিন আমি শুনতে পেলাম, জনৈক কারি মধুর সুরে তিলাওয়াত করছেন—

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

"সেদিন তোমাদের উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না।"[১৬০]

আয়াতটি শুনে আমি অনুভব করলাম, আমার পাঁজরে আগুন ধরে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত সে আগুন নেভেনি। হে মালিক, তুমি কি বলতে পারো, কী করলে আমার সে আগুন নির্বাপিত হবে?" আমি বললাম, "রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করো। তিনি পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।" অতঃপর তাকে বললাম, "এখন কোথায় যাচ্ছ?" সে বলল, "মক্কায় যাচ্ছি। সম্ভবত হারামে আশ্রয় নিলে আল্লাহর বিশেষ তত্ত্বাবধানের চাদরে বেষ্টিত হতে পারব।" অবশেষে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যুবকটি চলে গেল। যুবকটির উপদেশ শ্রবণ করার প্রবণতা, আল্লাহভীতি ও তাওবা আমাকে খুব আশ্চর্যান্বিত করল।'[১৬১]

---

১৬০. সুরা আল-হাক্কাহ : ১৮
১৬১. আল-আকিবাহ : ৭২

ভাই, মিথ্যে আশায় অনেক দিন বসে থেকেছি। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আরও কতদিন অপেক্ষা করব তাওবার জন্য? এখনই যদি মৃত্যু এসে যায়, কী হবে আমাদের? আমাদের অবস্থা ঠিক তেমনই হয়ে যেতে পারে, যেমনটি আবু হাজিম রহ. বলেছেন :

'আমরা তাওবার আগে মরতে চাই না, কিন্তু মৃত্যু তো আর আমাদের অপেক্ষায় থাকে না। যথাসময়ে সে এসে হাজির হয়। আর আমরা তাওবা না করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ি।'[১৬২]

কবি বলেন :

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ *** خَلَوْتُ ولـكِنْ قُل عليَّ رَقِيبُ

وَلَا تحسَبَنَّ اللهَ يُغفِل ما مَضَى *** وَلَا أَنَّ مَا تُخْفِيْ عليْه يَغِيبُ

لَهَوْنَا عَن الأَيَّامِ حتَّى تَتَابَعتْ *** ذُنُوبٌ عَلَى آثارِهِنَّ ذُنُوبُ

'নিঃসঙ্গ হলে ধোঁকা খেয়ো না, ভেবো না তুমি একা; আল্লাহ তোমাকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করছেন! মনে করো না ক্ষণিকের জন্যও তিনি গাফিল হন; বরং যা তুমি গোপন করছ, তা তাঁর অগোচরে নয়। হেলায় ফেলায় কাটিয়ে দিচ্ছি আমরা দিনগুলো, একের পর এক গুনাহ জমছে—ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ পাপের বোঝা।'[১৬৩]

ইউনুস বিন সুলাইমান বালখি রহ. বলেন, 'ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর বাবার ছিল অঢেল ধন-সম্পদ, অসংখ্য গোলাম-খাদিম। একদিন তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শিকারে বের হলেন। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আওয়াজ ভেসে আসলো, "হে ইবরাহিম, অহেতুক কাজ করছ কেন? أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (তবে কি তোমরা ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?[১৬৪]) আল্লাহকে ভয় করো এবং

---

১৬২. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ১০৯
১৬৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/২২০
১৬৪. সুরা আল-মুমিনুন : ১১৫

কিয়ামত দিবসের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো।" এই আওয়াজ শোনার পর তিনি বাহন থেকে নেমে গেলেন। অতঃপর দুনিয়াকে ত্যাগ করে আখিরাতের কর্মে ব্রতী হলেন।'[১৬৫]

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. এক ব্যক্তিকে বললেন, 'আপনার বয়স কত হয়েছে?' লোকটি উত্তর দিল, '৬০ বছর।' তিনি বললেন, 'আপনি ৬০ বছর ধরে আল্লাহ অভিমুখে সফর করছেন এবং অচিরেই তাঁর নিকট পৌঁছে যাবেন।' তা শুনে লোকটি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে উঠল। ফুজাইল রহ. বললেন, 'এ বাক্যটির ব্যাখ্যা জানেন? এর ব্যাখ্যা হলো, আমাদের সকলের মালিক আল্লাহ, তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জানে যে, সে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর কাছেই তাকে ফিরে যেতে হবে, সে যেন এটাও জেনে নেয় যে, তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আর যে ব্যক্তি জানে যে, তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, সে যেন এটাও জেনে নেয় যে, আল্লাহর সামনে তাকে প্রশ্ন করা হবে। আর যে ব্যক্তি জানে যে, তাকে প্রশ্ন করা হবে, সে যেন এখন থেকেই প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে রাখে।' লোকটি তখন বলল, 'এখন আমাকে কী করতে হবে?' তিনি বললেন, 'একদম সিম্পল। তাওবা করে বাকি সময়টা উত্তম ইবাদতে কাটান। আল্লাহ তাআলা আপনার সব অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।'[১৬৬]

ভাই, আমরা যে এত বছর হায়াত পেলাম, এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ। এখনই তাওবা করে এ অনুগ্রহের ফায়দা অর্জন করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। জনৈক কবি বলেন :

بَلَغْتُ مِنْ عُمرِيْ ثَمَانِيْنَا ••• وَكُنْتُ لَا آمُلُ خَمْسِيْنَا

فَالحَمْدُ لله وَشُكرًا لَهُ ••• إِذْ زَادَ فِي عُمرِيْ ثَلَاثِيْنَا

وأَسأَلُ الله بُلُوْغًا إِلَى ••• مَرضَاتِهِ آمِيْنَ آمِيْنًا

'৮০ বছরে পা রেখেছি আমি, অথচ ৫০ বছরেরও আশা করিনি। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর, তিনিই আমার জীবন

১৬৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৫২
১৬৬. জামিউল উলুম : ৪৬৪

বাড়িয়ে দিয়েছেন ৩০ বছর। আমি শুধুই তাঁর সন্তুষ্টি চাই; হে আল্লাহ, আমায় তাওফিক দিন।'[১৬৭]

আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বিন জাবির রহ. বলেন, 'আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া রহ. আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের বন্ধু ছিলেন। যেদিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রহ. মৃত্যুবরণ করলেন, সেদিন তাকে কবর দেওয়ার পর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ রহ. বললেন, "তুমি সেই আব্দুল মালিক, যার অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তুমি কোনো কিছুর ওয়াদা করলে আমরা তা পাওয়ার আশা করতাম; আর কোনো বিষয়ে শাস্তির ভয় দেখালে আমরা সে বিষয়ে তোমাকে ভয় করতাম। কিন্তু আজ কাফনের দুটি কাপড় আর সাড়ে তিন হাত জমি ছাড়া তোমার কিছুই নেই।"

সেদিনের পর থেকে আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ রহ. অধিক হারে ইবাদত করা শুরু করলেন। এমনকি, ইবাদত করতে করতে একসময় তিনি আত্মভোলা হয়ে গেলেন। একদিন তার পরিবারের এক সদস্য তাকে ঝাঁঝালো গলায় শোধাল, "এভাবে নিজেকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন কেন?" তিনি বললেন, "আমি তোমার থেকে একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি কি সত্যি সত্যি তার উত্তর দেবে?" পরিবারের লোকটি বলল, "হ্যাঁ, দেবো।" তিনি বললেন :

"আমাকে তোমার অবস্থার ব্যাপারে বলো তো, এটার ওপর তুমি সন্তুষ্ট কি না?" তিনি বললেন, "না।" বললেন, "আচ্ছা, তুমি কি তাহলে এ অবস্থার পরিবর্তন চাও?" লোকটি বললেন, "তা তো ভেবে দেখিনি।" তিনি বললেন, "বর্তমান যে অবস্থার মধ্যে তুমি আছ, সে অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু আসুক, তা কি তুমি পছন্দ করো?" উত্তর দিলেন, "কক্ষনো না।" তখন তিনি বললেন, "এমন অবস্থার ওপর কোনো বুদ্ধিমান বহাল থাকতে পারে না।" এই বলে তিনি জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন।'

মালিক বিন দিনার রহ.-এর ঘরে এক ব্যক্তি চুরি করতে ঢুকল। কিন্তু চোর বেচারা সেখানে নেওয়ার মতো কিছুই পেল না। তখন মালিক রহ. তাকে ডেকে বললেন, 'দুনিয়ার কিছুই তো পেলে না। আখিরাতের কিছু পাওয়ার আগ্রহ আছে?' চোর বলল, 'জি হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাহলে অজু করে দুই

১৬৭. তারিখু বাগদাদ : ৫/২১১

রাকআত নামাজ পড়ো।' চোর ব্যক্তিটি তাই করল এবং নামাজ পড়ার পর তার ঘরেই বাকি রাত কাটিয়ে দিল। অতঃপর মালিক বিন দিনার রহ.-এর সাথে সেও ফজরের নামাজ পড়তে বের হলে লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'এ কে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সে আমার বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল, কিন্তু আমি তার মন চুরি করে নিয়েছি।'[১৬৮]

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, 'ঘুমন্ত রাত কেটে লজ্জিত হয়ে সকাল করার চেয়ে সারারাত ইবাদত করে জাগ্রত থেকে আনন্দচিত্তে ফজর করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।'[১৬৯]

ভাই আমার, চলো, সত্য তাওবা ও শঙ্কিত মন নিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হই। তিনি চাইলে আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

يَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوْبِيْ كَثْرَةً *** فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ

إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوْكَ إِلَّا مُحْسِنٌ *** فَمَنِ الَّذِيْ يَدْعُوْ وَيَرْجُوْ الْمُجْرِمُ

أَدْعُوْكَ رَبِّ كَمَا أَمَرْتَ تَضَرُّعًا *** فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِيْ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ

مَالِيْ إِلَيْكَ وَسِيْلَةٌ إِلَّا الرَّجَا *** وَجَمِيلُ عَفوِكَ ثُمَّ أَنِّي مُسلِمُ

'হে রব, স্বীকার করি আমার গুনাহ অনেক। তবে জানি, তোমার দয়া তার চেয়ে অনেক বেশি। পুণ্যবানরাই যদি শুধু তোমার দয়ার আশা করতে পারে, তাহলে পাপীরা ফরিয়াদ করবে কার কাছে, কার নিকট চাইবে ক্ষমা? তোমার নির্দেশ মতো, মিনতিভরে তুলেছি হাত; যদি তুমি ফিরিয়ে দাও, কে আমায় রহম করবে? আমার বুকভরা আশা আর তোমার অবারিত অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনো অসিলা নেই, আত্মসমর্পণ করেছি হে রব, আমায় ক্ষমা করো!'[১৭০]

ভাই আমার, আমাদের সালাফ নিজেদের মাঝে সব সময় গুনাহের উপস্থিতি স্বীকার করতেন। কোনো বিপদ আসলে মনে করতেন, কোনো গুনাহের

---

১৬৮. আস-সিয়ার : ৫/৩৬৩
১৬৯. আস-সিয়ার : ৪/১৯০
১৭০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৭১, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৪৭৭

কারণেই এ বিপদ এসেছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো, আমরা যেন একেকজন নিষ্পাপ মহাপুরুষ। বিপদকে গুনাহের কুফল ভাবব তো দূরের কথা, উল্টো এমন ভাব নিই, যেন আমাদের আমলনামায় গুনাহ নামের কোনো শব্দই লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ সালাফের অবস্থা দেখো—

একদিন এক ব্যক্তি ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ রা.-এর সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বলল। তখন তিনি ঘরে ফিরে এসে মাটির ওপর মুখ ঘষলেন। অতঃপর লোকটির নিকট গিয়ে বললেন, 'ওয়াকি'কে তার গুনাহের কারণে আরও কঠিন কঠিন কথা বলো। আজ যদি সে গুনাহগার না হতো, তাহলে তুমি তার সাথে এমন রূঢ় ভাষায় কথা বলতে পারতে না।'[১৭১]

মুহাম্মাদ বিন সিরিন রহ. বলেন, 'আমি সেই গুনাহকে চিনি, যে গুনাহ আমাকে ঋণগ্রস্ত করেছে। তা হলো, ৪০ বছর পূর্বে আমি এক ব্যক্তিকে "হে মুফলিস (রিক্তহস্ত)" বলে সম্বোধন করেছিলাম।'[১৭২]

আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রহম করুন। তারা কম গুনাহের কারণে বুঝতে পারতেন, কোন গুনাহের কারণে কী হচ্ছে। কিন্তু আমাদের গুনাহ অগণিত, অসংখ্য। তাই আমরা বুঝতে পারি না। এমনকি আমাদের মাঝে গুনাহের অস্তিত্বও স্বীকার করি না, অনুভব করি না।

আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বিন জাবির রহ. বলেন, 'ইয়াজিদ বিন মারসাদ রহ. সর্বদা কাঁদতেন। একদিন তাকে বললাম, "আপনার কী হলো? আপনার চোখ যে কোনোদিন শুকায় না?" তিনি বললেন, "তা জেনে তোমার কী লাভ?" আমি বললাম, "আল্লাহ চাইলে তাতে আমার অবশ্যই কোনো না কোনো উপকার হতে পারে।" বললেন, "ভাই, আল্লাহ তাআলা গুনাহের কারণে জাহান্নামে বন্দী করার হুমকি দিয়েছেন। অথচ আল্লাহর কসম, তিনি যদি কোনো গোসলখানায় বন্দী করারও হুমকি দিতেন, তবুও আমাদের জন্য উচিত হতো, আমাদের কান্না যেন থেমে না যায়।" বললাম, "আপনার একাকিত্বের সময়েও কি এভাবে কাঁদতে থাকেন?" তিনি বললেন, "তা জেনে তোমার কী লাভ?" আমি বললাম, "আল্লাহ চাইলে তাতে আমার অবশ্যই কোনো না

---

১৭১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৭১
১৭২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৪৬

কোনো উপকার হতে পারে।" বললেন, "আল্লাহর কসম, পরিবারের সাথে রাতযাপন করতে যাওয়ার সময়েও যখন এই হুমকির কথা মনে পড়ে, তখনই কান্না এসে আমার ও আমার ইচ্ছার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে যখন আমার সামনে খাবার উপস্থিত করা হয় এবং আমি তা খাওয়ার ইচ্ছা করি, তখন যদি তা আমার মনে পড়ে, তখনও কান্না আমার খানার ইচ্ছাকে দূর করে দেয়। আমার কান্না দেখে আমার স্ত্রী ও বাচ্চারাও কান্না জুড়ে দেয়। অথচ তারা জানেই না যে, কোন বিষয় আমাকে কাঁদাচ্ছে।"'[১৭৩]

আলি রা. বলেন :

قَدِّم لِنَفسِكَ في الحَياةِ تَزَوُّداً *** فَلَقَد تَفارِقُها وَأَنتَ مُوَدِّعُ

وَاهتَمَّ لِلسَفَرِ القَريبِ فَإِنَّهُ *** أَنأى مِنَ السَفَرِ البَعيدِ وَأَشسَعُ

وَاجعَل تَزَوُّدَكَ المَخافَةَ وَالتُقى *** وَكَأَنَّ حَتفَكَ مِن مَسائِكَ أَسرَعُ

'মৃত্যুর পূর্বেই পাথেয় তুলে নাও, এ পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে শীঘ্রই তুমি প্রাণত্যাগ করবে। আসন্ন সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো, দীর্ঘতম সফরের চেয়েও এর দূরত্ব অনেক বেশি। পাথেয় হিসেবে রাখো তাকওয়া ও আল্লাহভীতি—আর দ্রুত তা অর্জন করো, মৃত্যু এসে যেতে পারে আগামী সন্ধ্যার আগেই।'[১৭৪]

ইবনে সিরিন রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তার অন্তরকে তার জন্য উপদেশদাতা করে দেন, সে-ই তাকে ভালো কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কর্ম থেকে নিষেধ করে।'[১৭৫]

প্রিয় ভাই আমার,

خُذْ مِن شَبَابِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ والْهَرَمِ *** وَبَادِرِ التَّوبَ قَبْلَ الْفَوتِ وَالنَّدَمِ

---

১৭৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১৬৫
১৭৪. দিওয়ানুল ইমাম আলি : ১২৯
১৭৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/২৪৩

وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ مُجْزِيٌّ وَمُرْتَهَنٌ *** وَرَاقِبِ اللهَ وَاحْذَرْ زَلَّةَ الْقَدَمِ

'মৃত্যু বা বার্ধক্যের পূর্বেই যৌবন থেকে লাভবান হও। তাওবা সেরে নাও সুযোগ হারিয়ে অনুতপ্ত হওয়ার আগেই। আরে, প্রতিদান অপেক্ষা করছে তোমার; দুনিয়ায় তুমি ক্ষণস্থায়ী আমানত! আল্লাহর ধ্যানে এখনই মগ্ন হও, বেঁচে থাকো পদস্খলন থেকে।'[১৭৬]

তাওবাকারী হৃদয় আল্লাহর সামনে ভগ্ন ও বিনয়াবনত থাকে। তাদের চক্ষু থাকে সদা অশ্রুসজল। আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা সব সময় তাদের সাথে থাকে। তাওবাকারীর হৃদয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে আওফ বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, 'তাওবাকারীর হৃদয় আয়নার মতো স্বচ্ছ। যেকোনো বিষয় তাতে সহজে দাগ কাটতে সক্ষম। ফলে তাওবাকারীর হৃদয় নসিহত ও উপদেশ দ্রুতই গ্রহণ করে নেয়। তোমরা তাওবার মাধ্যমে তোমাদের হৃদয়সমূহকে স্বচ্ছ করে নাও। অনেক তাওবাকারী তাওবার কারণে জান্নাত লাভ করেছে। তাওবাকারীদের সাথে ওঠাবসা করো, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখো। কারণ, আল্লাহর রহমত তাদের কাছাকাছি অবস্থান করে।'[১৭৭]

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির পেরেশানি একসময় ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু তাওবাকারীর পেরেশানি কখনো ম্লান হয় না।'[১৭৮]

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন, 'বুদ্ধিমানদের জন্য গুনাহ থেকে তাওবা করার পরও সে গুনাহ সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত থাকা এবং তার অনুশোচনায় চোখের পানি ঝরাতে থাকা আবশ্যক। অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা তাওবা করার পর একদম নির্ভার ও নির্বিকার হয়ে যায়। যেন তারা বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জেনে গেছে, তাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়টা অদৃশ্য, কারও জানা নেই। তাই তাওবা করার পরও গুনাহের অনুশোচনা অন্তরে থেকে যাওয়া চাই। কিন্তু অধিকাংশ তাওবাকারীর মাঝে এ অনুশোচনা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। সত্য দিলে তাওবা করার পর তারা মনে করতে শুরু করে, তাদের সব গুনাহ আল্লাহ

১৭৬. তারতিবুল মাদারিক : ২/৪৬১
১৭৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১০৪
১৭৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১০১

ক্ষমা দিয়েছেন। এটা ঠিক নয়। বরং তাওবা করার পরও গুনাহের অনুশোচনা পূর্বের মতো অন্তরে থেকে যাওয়া জরুরি।'[১৭৯]

সালমান ফারসি রা. বলেন, 'তুমি যদি গোপনে কোনো গুনাহ করে ফেলো, তখন সাথে সাথে গোপনে একটি ভালো আমল করে নেবে। আর যদি প্রকাশ্যে কোনো গুনাহ করো, তখন প্রকাশ্যে একটি ভালো আমল করবে; যেন ভালো আমলটি গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।'[১৮০]

প্রিয় মুসলিম ভাই, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি খুব অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাওবার দরজাকে আমাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। তাতে কোনো পর্দা রাখেননি। রাখেননি এক দরজার ভেতর আরও অনেক দরজা। এই দরজা পরম দয়ালু প্রভুর, মহামহিম আল্লাহর, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তাওবা কবুল করেন।

আহমাদ বিন আসিম আল-আনতাকি রহ. বলেন, 'তাওবা আমাদের জন্য বিনা-রক্তপাতে অর্জিত গনিমত, যা আমাদের অতীতের পাপ মুছে দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে নিষ্কলুষ করে তোলে।'[১৮১]

সেই মহান সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি আমাদের সময় দিয়েছেন, আমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছেন এবং আমাদের জন্য তাওবার পথ উন্মুক্ত রেখেছেন।

জনৈক সালাফ বলেন, 'দাউদ আ. ভুল করার পূর্বে যে পরিমাণ ভালো ছিলেন, ভুল করে তাওবা করার পর তার চেয়ে অধিক গুণ বেশি ভালো হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওবা করে, সে এমনই হয়ে যায় যেমনটা সাইদ বিন জুবাইর রহ. বলেছেন। তিনি বলেন, 'কখনো কখনো এমন হয় যে, বান্দা কোনো নেক আমল করে, কিন্তু সে নেক আমল তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়; আবার কখনো কখনো এমন হয় যে, বান্দা কোনো খারাপ কাজ করে, কিন্তু সে খারাপ কাজ তার জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয়। অর্থাৎ বান্দা

---

১৭৯. সাইদুল খাতির : ৫০২
১৮০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৫৪৮
১৮১. আজ-জুহদ, বাইহাকি : ২৮

যখন নেক আমল করে, তখন তার ভেতর আত্মতুষ্টি কাজ করে, ফলে সে আল্লাহর কাছে আর কান্নাকাটি করে না। এভাবে উক্ত নেক আমলই তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কিন্তু যখন সে খারাপ কাজ করে ফেলে, তখন লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তাওবা করে। ফলে ওই খারাপ কাজই তার জান্নাতে যাওয়ার অসিলা হয়।'[১৮২]

মালিক বিন দিনার রহ. বলেন, 'শরীর যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন সুস্বাদু খাবার, সুপেয় পানীয়, ঘুম, বিশ্রাম... কিছুই তার ভালো লাগে না। অনুরূপভাবে মানুষের অন্তর যখন দুনিয়াপ্রেমের রোগে আক্রান্ত হয়, তখন উত্তম উপদেশ তার ভালো লাগে না।'[১৮৩]

ভাই আমার,

أَقْبِلْ عَلَى صَلَوَاتِكَ الْخَمْسِ ••• كَمْ مُصْبِحٍ وَعَسَاهُ لَا يُمْسِي

وَاسْتَقْبِلِ الْيَوْمَ الْجَدِيدَ بِتَوْبَةٍ ••• تَمْحُو ذُنُوبَ صَبِيحَةِ الْأَمْسِ

'মনোযোগী হও পাঁচওয়াক্ত নামাজের প্রতি; কত মানুষ সকালে উপনীত হয়, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই চিরতরে হারিয়ে যায়। নতুন দিবসকে স্বাগত জানাও তাওবা করে, মুছে দেবে যা নিঃশেষে আগেকার যত পাপপঙ্কিলতা।'[১৮৪]

বান্দা যখন আল্লাহকে পাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা করে, তখন অনেক বাধাবিপত্তি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে তার সামনে আসক্তি, নেতৃত্ব, সুস্বাদু খাবার, সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম পোশাক ইত্যাদি বিষয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে যদি উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এসবে মজে থাকে, তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আর যদি এসব দূরে ঠেলে দিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় লিপ্ত হয়, তখন দ্বীনদারির সুখ্যাতি, দুআ কবুল হওয়ার তুষ্টি, বরকত লাভের তৃপ্তি প্রভৃতি বিষয় তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে যদি মূল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এসব নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহর সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে

---

১৮২. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব : ২১৮
১৮৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৭৬৩
১৮৪. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ৯৭

অবশ্য আল্লাহর কিছুটা সন্তুষ্টি সে অর্জন করে নেয়। আর যদি এসবে মজে না থেকে মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়, তখন কারামাত (বুজুর্গদের আল্লাহ-প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা) ও কাশফ (বুজুর্গদের আল্লাহ-প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি) তার পথে অন্তরায় হয়। এসব পেয়ে যদি সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অবশ্য আল্লাহর কিছুটা সন্তুষ্টি সে অর্জন করে নেয়। আর যদি এসবকেও যথেষ্ট মনে না করে আল্লাহকে পাওয়ার সাধনা পূর্বের মতো চালিয়ে যায়, তখন বুজুর্গির সর্বোচ্চ স্তর, দুনিয়াবিমুখতা, মাখলুকের সাথে সম্পর্কহীনতা, আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় তাকে মূল উদ্দেশ্য থেকে রুখতে চেষ্টা করে। এসব নিয়ে যদি সে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহকে পাওয়ার সাধনা পরিত্যাগ করে, তখনও উদ্দেশ্য পূরণে সে ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। মোট কথা, আল্লাহকে পেতে হলে আজীবন সাধনা করে যেতে হবে। বিলায়াতের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেলেও এ সাধনা বন্ধ করার কোনো সুযোগ নেই।[১৮৫]

তাওবার পথ কন্টকাকীর্ণ, তার বিপরীত পথ মসৃণ ও কুসুমাস্তীর্ণ; কিন্তু তাওবার পথ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু প্রভুর নিকট পৌঁছে দেয়।

আল্লাহ তাআলা পরম প্রতিদানদাতা ও ক্ষমাশীল। তাঁর কাছে বান্দার প্রতিটি ভালো কর্ম দশগুণ অথবা অগণিত হারে বেড়ে যায়। কিন্তু মন্দ আমল বৃদ্ধি পায় না; তা একটাই থেকে যায়। তাও বান্দা ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তাওবার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। তিনিই আমাদের প্রভু, পরম প্রতিদানদাতা ও মহান ক্ষমাশীল। তিনি বান্দার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, গুনাহ ক্ষমা করেন। সৃষ্টিকুলের ওপর তাঁর অনুগ্রহ বৃষ্টির মতো বর্ষিত হয়। কখনো বন্ধ হয় না এই বৃষ্টিধারা। পাখিডাকা ভোরে কিংবা তীব্র রোদের মধ্যাহ্নে, অলস বিকেলে কিংবা নিঝুম রাতে... কখনো কেউ তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকে না। তিনিই আমাদের প্রভু, মহান প্রতিদানদাতা ও ক্ষমাশীল।

বান্দার প্রতি তাঁর দয়া সন্তানের প্রতি মায়ের মমতার চেয়ে হাজার-কোটি গুণ বেশি। জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে খাদ্য-পানীয় বোঝাইকৃত বাহন হারিয়ে ফেলা

---

১৮৫. আল-ফাওয়ায়িদ : ২২৩

লোকটি যখন তার বাহন খুঁজে পায়, তখন যে পরিমাণ সে আনন্দিত হয়, তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি আনন্দিত হন আল্লাহ তাআলা—যখন কোনো বান্দা তাওবা করে পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে ফিরে আসে। অল্প আমলের বিনিময়ে বিশাল প্রতিদান দেন তিনি। অণু পরিমাণ নেক আমলও কেউ করলে, তিনি তার প্রতিদান দেন। তিনিই আমাদের প্রভু, পরম প্রতিদানদাতা ও ক্ষমাশীল।[১৮৬]

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা ও শয়তানের মাঝে, বিবেক ও বাসনার মাঝে এবং কুপ্রবৃত্তি ও কলবের মাঝে চিরন্তন শত্রুতা সৃষ্টি করে রেখেছেন। অতঃপর এগুলো বান্দার মাঝে দ্রবীভূত করে দিয়েছেন, যেন এর মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করতে পারেন। এগুলোর প্রতিটির জন্য সহায়ক সৈন্যও নিযুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। এ যুদ্ধে কখনো সত্যপক্ষ বিজয়ী হয়, কখনো দুষ্টপক্ষ জয়ী হয়। এভাবে অবিরাম চলতে থাকে যুদ্ধ।[১৮৭]

সুতরাং হে প্রিয় ভাই, এ যুদ্ধ নিয়ে আমৃত্যু সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। তোমার মাঝে এই মুহূর্তে হয়তো সত্যের পক্ষ বিজয়ী আছে, কিন্তু শঙ্কার মেঘ এখনো পুরোপুরি কেটে যায়নি। যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে নিতে পারে দুষ্টপক্ষ। তাই আমাদের এমনই হতে হবে, যেমনটি মুআজ বিন জাবাল রা. বলেছেন। তিনি বলেন, 'মুমিনের শঙ্কা ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকে, যতক্ষণ না সে পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে যায়।'[১৮৮]

আল্লাহ তাআলা গুনাহের মাধ্যমে মুমিন বান্দাকে পরীক্ষা করেন; যেন সে তা থেকে তাওবা করে দাসত্ব ও বিনয়ের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটাতে পারে এবং আল্লাহভীতি ও তাঁর প্রতি নির্ভরতার পূর্ণতা দেখাতে পারে। যেন এর মাধ্যমে আরও অধিক ইবাদত-বন্দেগি ও তাওবার প্রতি ধাবিত হয়। গুনাহ না হলে এসব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতো না। যেমন মানুষের মাঝে যদি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, দারিদ্র্য, ভয়—এসব বিষয় না থাকত, তাহলে তারা তৃপ্তি, তৃষ্ণা নিবারণ, প্রাচুর্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় উপভোগ করতে পারত না। এবং এগুলোর ওপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারত না।[১৮৯]

---

১৮৬. উদ্দাতুস সাবিরিন : ৩৩৯-৩৪০
১৮৭. আল-ফাওয়ায়িদ : ৭৮
১৮৮. আল-ইহইয়া : ৪/১৯৮
১৮৯. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৫/৫৫

হাম্মাদ বিন সালামা রহ. সুফইয়ান সাওরি রহ.-এর অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন সুফইয়ান রহ. বললেন, 'আবু সালামা, আপনি কি মনে করেন, আমার মতো পাপী বান্দাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন?' হাম্মাদ রহ. বললেন, 'কী যে বলেন ভাই? আল্লাহ তো অনেক দয়ালু। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাকে যদি ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয় যে, তোমার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ অথবা তোমার পিতা—যেকোনো একজনের কাছে বুঝিয়ে দাও। তখন আমি হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর সামনে হাজির হওয়াকেই বেছে নেব। কারণ, তিনি আমার প্রতি আমার পিতার চেয়ে অধিক দয়ালু।'

খালিদ বিন মিদান রহ. সুযোগের সদ্ব্যবহার ও সময়ের মূল্য দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'তোমাদের সামনে যখন কল্যাণের কোনো দরজা খুলে যায়, তখন দ্রুতই তাতে ঢুকে যাও। কারণ, যেকোনো সময় তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'[১৯০]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন, 'দুআ কবুল হতে এত সময় লাগছে কেন—আল্লাহর ওপর এমন দোষ চাপাতে যেয়ো না। এই বিলম্বের জন্য তোমার গুনাহই দায়ি।'[১৯১]

হে দয়াময় প্রভু, আপনার দ্বারে তাওবার হাত উত্তোলন করেছি আমরা। সকল গুনাহ থেকে মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের তাওবা কবুল করে আমাদের ক্ষমা করে দিন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'সেই গুনাহ ক্ষতিকর, যার পর তাওবা করা হয় না। গুনাহের পর তাওবা করা হলে তাওবাকারীর অবস্থা গুনাহ করার পূর্বের অবস্থার চেয়ে ভালো হয়ে যায়। যেমন জনৈক সালাফ বলেন, "দাউদ আ. ভুল করার পূর্বে যে পরিমাণ ভালো ছিলেন, ভুল করে তাওবা করার পর তার চেয়ে অধিক গুণ বেশি ভালো হয়ে গিয়েছিলেন।" কুফর বা অন্যান্য কবিরা গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তিও শুরু থেকে গুনাহমুক্ত লোক অপেক্ষা উত্তম। প্রাথমিক যুগের মুহাজির ও আনসার মুসলমানগণ নবিগণের পর আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা। অথচ তাঁরা তাওবা করার পূর্বে কুফর ও

---

১৯০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/২১১
১৯১. আস-সিয়ার : ১৩/১৫

পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যখন তাওবা করেছেন এবং উত্তম আমল করেছেন, তখন থেকে তাঁদের পূর্বের কৃত গুনাহ অপরাধ হিসেবে ধর্তব্য হয় না এবং তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমানদার সাব্যস্ত করা হয়। পূর্বের গুনাহ তাঁদের ফজিলত ও মর্যাদায় কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।'[১৯২]

মুমিন যখন কোনো গুনাহ করে, তখন দশটি বিষয় তার গুনাহের শাস্তিকে রুখে দিতে পারে।

১. নির্ভেজাল তাওবা। এ তাওবা আল্লাহ কবুল করেন, ফলে তাওবাকারী ওই ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার কোনো গুনাহ নেই।

২. ইসতিগফার। গুনাহ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন।

৩. উত্তম আমল করা। গুনাহ করার পর সাথে সাথে উত্তম আমল করলে তা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

'নিশ্চয় পুণ্য কাজ পাপকে দূর করে দেয়।'[১৯৩]

৪. অন্যান্য মুমিন ভাই তার জন্য দুআ করা এবং তার জীবদ্দশায় বা মরণের পর তার জন্য ক্ষমার সুপারিশ করা।

৫. মুমিনরা তার প্রতি তাদের আমলের সাওয়াব প্রেরণ করা। এ সাওয়াবের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার শাস্তি স্থগিত করে দিতে পারেন।

৬. তার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করা।

৭. দুনিয়াতে সে অথবা তার সন্তান, সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয় ব্যক্তিবর্গ বিপদে আক্রান্ত হওয়া।

৮. কবরের বিশেষ চাপের কারণেও অনেক সময় মুমিনের পাপের মূল শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

---

১৯২. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৫/৫৩
১৯৩. সুরা হুদ : ১১৪

৯. কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতি মুমিনের অনেক গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।

১০. আল্লাহর দয়া ও করুণা।

তবে এ দশটি বিষয় যদি কারও গুনাহের শাস্তিকে রহিত করতে না পারে, সে যেন এ জন্য নিজেকেই দায়ি ও অভিযুক্ত করে এবং নিজেকেই ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে। কারণ, হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

'এ তো তোমাদের আমলেরই ফলাফল। আমি তোমাদের জন্য তা হিসেব করে রেখেছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে তোমাদের আমলের প্রতিফল দান করব। অতএব, যে ভালো ফল পাবে, সে যেন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে খারাপ প্রতিফল লাভ করবে, সে যেন এ জন্য নিজেকেই দায়ি ও অভিযুক্ত করে।'[১৯৪_১৯৫]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন, 'বনি আদমের মধ্যে মিসকিন সেই ব্যক্তি, যার কাছে গুনাহ ত্যাগ করার চেয়ে পাহাড় উপড়ে ফেলা সহজ।'[১৯৬]

প্রিয় ভাই আমার, সময় তার আপন গতিতে চলে যাচ্ছে। তার সাথে আমরাও ক্রমেই আখিরাতের কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। আমাদের হাতে যে সময় আছে, সেটাকে পুঁজি করে আখিরাতের জন্য সম্বল জোগাড় করে নিতে হবে। এ সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। কারণ, মৃত্যু তোমাকে কেবল দুনিয়া ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু সময় নষ্ট করা তোমাকে আল্লাহ ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তুমিই বিচার করো, যে ব্যক্তি ক্ষণিকের সুখের জন্য চিরসুখের জান্নাতকে বিক্রি করে দেয়, সে কি বিশ্বের সবচেয়ে নির্বোধ লোক নয়?[১৯৭]

---

১৯৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৭
১৯৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব : ২১৮
১৯৬. আস-সিয়ার : ১৩/১৫
১৯৭. আল-ফাওয়ায়িদ : ৪৫

বিশুদ্ধ তাওবার আলামত

বিশুদ্ধ তাওবার আলামত পাঁচটি :

১. তাওবার পরের অবস্থা পূর্বের অবস্থার চেয়ে উত্তম হওয়া।

২. তাওবার পরও শাস্তির শঙ্কা কেটে না যাওয়া। ওই ব্যক্তির তাওবা বিশুদ্ধ, যে তাওবার পরও গুনাহের শাস্তির ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে, যতক্ষণ না কিয়ামতের দিন তার কানে এ সুসংবাদ পৌঁছায়—

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

'তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো।'[১৯৮]

৩. অন্তরে সব সময় গুনাহের লজ্জা ও শাস্তির ভীতি জাগ্রত থাকা। গুনাহের তারতম্য অনুযায়ী লজ্জা ও ভীতির মাত্রায়ও তারতম্য হতে পারে।

৪. আল্লাহর সামনে সর্বদা নম্র ও বিনয়াবনত থাকা।

৫. অধিক নেক আমল করা ও তার ওপর অটল থাকা।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন, 'তাওবাকারীদের জন্য এমন এক গর্বের বিষয় আছে, যা পৃথিবীর সকল গর্বকে হার মানিয়ে দেয়। তা হলো, তাদের তাওবা আল্লাহকে আনন্দিত করে।'

প্রিয় ভাই আমার, আর কতদিন পৃথিবীতে আছি আমরা? যেকোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে মাওলার ডাক। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কারও উপায় নেই। তাই এখনই সময়—তাওবা করে পুণ্যের পথে ফিরে আসার। এখনই সময়—লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দরবারে অশ্রু বিসর্জন দেওয়ার। চলো, আমরা মাওলার ডাক আসার পূর্বেই তাওবা করে নিই এবং ইমানকে পোক্ত করে নিই। দুহাত তুলে আল্লাহকে বলি :

---

১৯৮. সুরা ফুসসিলাত : ৩০

وَلَمَّا قَسَا قَلبي وَضاقَتْ مَذاهِبِيْ *** جَعَلتُ رَجائي نَحْوَ بَابِكَ سُلَّمَا

تَعاظَمَني ذَنبي فَلَمّا قَرَنتُهُ *** بِعَفْوِكَ رَبّي كانَ عَفوُكَ أَعظَمَا

'আমার হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে, সংকীর্ণ হয়ে গেছে মুক্তির সকল পথ। তবু তোমার দয়ার আশা সম্বল করে দরবারে হাজির হয়েছি হে রব। বুঝতে পারি, আমার পাপের বোঝা অনেক ভারী। কিন্তু তোমার দয়ার সাথে তুলনা করে দেখি, তা আরও সুমহান!'

পরিশিষ্ট

আল্লাহ তাআলার প্রতি উত্তম ধারণা নিয়ে তাঁর অশেষ রহমতের আলোচনা টেনে পুস্তিকাটি শেষ করতে যাচ্ছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও এভাবে উত্তম ধারণা নেওয়াকে পছন্দ করতেন। আমাদের আমলনামায় তো এমন কোনো নেক আমল নেই, যার মাধ্যমে মাগফিরাত ও ক্ষমার আশা করতে পারি। তাই অন্তত উত্তম ধারণা পোষণ করছি। আর আশা করছি, আমাদের পুস্তিকাটি যেভাবে আল্লাহর অসীম রহমতের উত্তম আলোচনা দ্বারা শেষ হয়েছে, সেভাবেই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের শেষ পরিণতি যেন কল্যাণময় ও উত্তম হয়।

এবার আল্লাহর রহমতের বিশালতার কিছু প্রমাণ শুনে নাও। কুরআন মাজিদে তিনি ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য যেকোনো পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।'[১৯৯]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন :

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলুন, "হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"'[২০০]

---

১৯৯. সুরা আন-নিসা : ৪৮
২০০. সুরা আজ-জুমার : ৫৩

অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

‘যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।’[২০১]

আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের সকল পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের সকল পদস্খলন ও কলমের ভুল থেকে। ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের কথা অনুযায়ী আমল না করার পাপ থেকে। আমরা মার্জনা কামনা করছি সে পাপ থেকে, যা আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার মাধ্যমে, ইলম অনুযায়ী আমল না করার মাধ্যমে এবং নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার না করার মাধ্যমে করেছি। আমরা লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে যেসব ভালো কাজ করেছি, সেসবের পাপ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে মহান প্রভু, আমাদের ক্ষমা করে দিন।

প্রিয় ভাই, পরিশেষে আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে, তোমাকে ও সকল মুমিন ভাইবোনকে তাওবা করে পুণ্যের পথে ফিরে আসার তাওফিক দান করেন। এবং আমাদের সকলকে চিরশান্তির জান্নাতে একত্র করেন, যেখানে এমন সব নিয়ামত রয়েছে—যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, এমনকি কারও মনে তার চিত্রও কল্পিত হয়নি। আমিন।

---

২০১. সুরা আন-নিসা : ১১০

গ্রন্থপঞ্জি

০১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, আবু হামিদ আল-গাজ্জালি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

০২. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, মাওয়ারদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

০৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, হাফিজ ইবনু কাসির, মুতবিআতুল মুতাওয়াসসাত।

০৪. বুসতানুল আরিফিন, ইমাম আন-নববি, তাহকিক : মুহাম্মাদ আল-হাজ্জার।

০৫. তারিখু বাগদাদ, খতিব আল-বাগদাদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

০৬. আত-তাবসিরাহ, ইবনুল জাওজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

০৭. তাজকিরাতুল হুফফাজ, শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস।

০৮. আত-তাজকিরাহ ফি আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ, ইমাম আল-কুরতুবি, দারুর রিয়াদ। দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

০৯. তাজকিয়াতুন নুফুস, ড. আহমাদ মাজিদ, দারুল কলম, বৈরুত।

১০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-বানজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

১১. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইবনু রজব আল-হাম্বলি। পঞ্চম প্রকাশ : ১৪০০ হিজরি।

১২. জান্নাতুর রিজা ফিত তাসলিম লিমা কাদ্দারাল্লাহ ওয়া কাজা, আবু ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ আসিম আল-গারনাতি, দারুল বাশির, ১৪১০ হিজরি।

১৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, হাফিজ আবু নুআইম, দারুল কুতুবিল আরাবি।

১৪. দিওয়ানুল ইমাম আলি, সংকলন ও ব্যাখ্যা : নায়িম জারজুর। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হিজরি।

১৫. দিওয়ানুল ইমামিশ শাফিয়ি, সংকলন ও টীকা : মুহাম্মাদ আফিফ আজ-জাগনি, দারুল জিল, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৩৯২ হিজরি।

১৬. কিতাবুজ জুহদ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল। পুনঃপাঠ (دارسة) ও তাহকিক : মুহাম্মাদ আস-সায়িদ বাসিউনি, দারুল কুতুবিল আরাবি, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

১৭. কিতাবুজ জুহদ আল-কাবির, আহমাদ বিন হুসাইন বাইহাকি, তাহকিক : ড. তাকিউদ্দিন আন-নদবি, দারুল কলম, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪০৩ হিজরি।

১৮. আজ-জাহরুল ফায়িহ ফি জিকরি তানাজজুহি আনিজ জুনুবি ওয়াল কাবায়িহ, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইউসুফ আল-জাজারি। তাহকিক : মুহাম্মাদ বাসিউনি, দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

১৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম আজ-জাহাবি। তাহকিক : শুআইব আরনাউত ও হুসাইন আল-আসাদ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১ হিজরি।

২০. শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি।

২১. শারহুস সুদুর বি শারহি হালিল মাওতা ওয়াল কুবুর, হাফিজ জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৪ হিজরি।

২২. সিফাতুস সাফওয়াহ, ইবনুল জাওজি। তাহকিক : মাহমুদ ফাহুজি এবং মুহাম্মাদ রাওয়াস, দারুল মারিফা, ১৪০৫ হিজরি।

২৩. সাইদুল খাতির, ইবনুল জাওজি, দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় প্রকাশ : ১৪০৭ হিজরি।

২৪. তাবাকাতুল হানাবিলাহ, কাজি আবু ইয়ালা, মাতবাআতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়া ও দারুল মারিফা, বৈরুত।

২৫. তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতুল কুবরা, তাজুদ্দিন আবু নাসর আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন আলি আস-সুবকি, দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ।

২৬. আল-আকিবাহ ফি জিকরিল মাওতি ওয়াল আখিরাহ, ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক আল-ইশবিলি। তাহকিক : খাদির মুহাম্মাদ খাদির, মাকতাবাতু দারিল আকসা, ১ম প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

২৭. উদ্দাতুস সাবিরিন ওয়া জাখিরাতুশ শাকিরিন, ইবনু কায়্যিমিল জাওজিয়্যাহ, দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় প্রকাশ : ১৪০৬ হিজরি।

২৮. উকুদুল লু'লু' ফি ওজায়িফি শাহরি রামাজান, ইবরাহিম ইবনু উবাইদ।

২৯. আল-ফাওয়ায়িদ, ইবনু কায়্যিমিল জাওজিয়্যাহ, দারুন নাফায়িস।

৩০. মাদারিজুস সালিকিন, ইবনু কায়্যিমিল জাওজিয়্যাহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরি।

৩১. মুকাশাফাতুল কুলুব, আবু হামিদ আল-গাজ্জালি, দারু ইহইয়াইল উলুম, ১ম প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরি।

৩২. মাওয়ারিদু জামআন লি দুরুসিজ জামান, আব্দুল আজিজ আস-সালমান, ১৩শ তম প্রকাশ, ১৪০৩ হিজরি।

৩৩. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইজ জামান, ইবনু খাল্লিকান, দারু সাদির বৈরুত, ১৩৯৭ হিজরি।

৩৪. ওয়াহাতুল ইমান, আব্দুল হামিদ আল-বুলালি, দারুদ দাওয়াহ, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৯ হিজরি।

৩৫. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়্যাহ, আব্দুর রহমান বিন কাসিম ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান, তাসবির, প্রথম প্রকাশ : ১৩৯৮।

৩৬. আল-জাওয়াবুল কাফি, ইবনু কাইয়্যিমিল জাওজিয়্যাহ, তাহকিক : আবু হুজাইফা, দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম প্রকাশ : ১৪০৭।

৩৭. তারতিবুল মাদারিক ও তাকরিবুল মাসালিক লি মারিফাতি আলামি মাজহাবিল ইমাম মালিক, কাজি ইয়াজ, মাকতাবাতুল হায়াত।

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক তেইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হে মানব, আর কত পাপাচারে ডুবে থাকবে? আর কতকাল গুনাহ-অপরাধে বুঁদ হয়ে কাটাবে? তুমি কি দেখো না, তোমার মতো কত স্বপ্নচারী আর দুনিয়াবিলাসীর শরীর এখন মাটির গহ্বরে! তবে তুমি কীভাবে এতটা নির্ভার-নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে! ভুলে গেলে পরম সত্য মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনের কথা! তুমি কি চাও, তোমার জীবনপ্রদীপ নিভে যাক পাপাচারে মত্ত থাকার কোনো মন্দ সময়ে! গানবাজনা শোনা বা পর্নো ছবি দেখার মাঝে কিংবা মদের বোতলে চুমুক অবস্থায় বা পরনারীর সাথে একান্ত অভিসারে! নাহ, এমন মন্দ বিদায় তো কেউই চায় না। তাহলে কেন ফিরে আসছ না তাওবার পথে...!?

www.facebook.com/ruhamapublicationBD